গদ্য পদ্য

বা

কবিতাপুস্তক।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

HARE PRESS: CALCUTTA

1891

মূল্য ৸০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

কয়টি ক্ষুদ্র কবিতা, এই কবিতাপুস্তকে সন্নিবেশিত হইল, প্রায় সকল গুলিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি—"জলে ফুল" ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। বাল্যরচনা দুটী কবিতা, বাল্যকালেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে কিছু অভাব থাকুক, গীতিকাব্যের অভাব নাই। বিদ্যাপতির সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী কবিরা গীতিকাব্যের বৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। এমন সময়ে এই কয় খানি সামান্য গীতিকাব্য পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় জনসাধারণের কেবল বিরক্তিই জন্মাইতেছি। এ মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুনিষেকের প্রয়োজন ছিল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই এত দিন এ সকল পুনর্ম্মুদ্রিত করি নাই।

তবে কেন এখন এ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম ? একদা বঙ্গদর্শন আপিসে এক পত্র আসিল- তাহাতে কোন মহাত্মা লিখিতেছেন যে, বঙ্গদর্শনে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তিনি সেই সকল পুনর্মুদ্রিত করিতে চাহেন। অন্যে মনে করিলেন, যে বহুস্থ মন্দ নহে। আমি ভাবিলাম, এই বেলা আপনার পথ দেখা ভাল, নহিলে কোন দিন কাহার হাতে মারা পড়িব। সেই জন্য পাঠককে এ যন্ত্রণা দিলাম। বিশেষ, যাহা প্রচারিত হইয়াছে ভাল হউক মন্দ হউক, তাহার পুনঃপ্রচারের নূতন পাপ কিছুই নাই। অনেক প্রকার রচনা সাধারণসমীপে করিয়া আমি অনেক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, শত অপরাধের যদি মাজ্জনা হইয়া থাকে তবে আর একটী অপরাধেরও মাজ্জনা হইতে পারে।

কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটী গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে, যে কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কি না আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি অনেকেই জানেন যে কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে, যে অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য, কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেকস্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ

মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অন্য কবিতা গুলি সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে দুইটি বাল্য-রচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি তাহার কোন সান্ত্বনা নাই। ঐ কবিতাদ্বয়ের কোন গুণ নাই। ইহা নীরস, দুরূহ, এবং বালক সুলভ অসার কথায় পরিপূর্ণ। যখন আমি কলে-জের ছাত্র তখন উহা প্রথম প্রচারিত হয়। পড়িয়া উহার দুরূহতা দেখিয়া, আমার একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন “এ গুলি হিয়ালি।” অধ্যাপক মহাশয় অন্যায় কথা বলেন নাই। ঐ প্রথম সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না অনেক কাপি আমি স্বয়ং নষ্ট করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অনেকগুলি বন্ধু, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ ঐ বাল্যরচনা দেখিতে কৌতূহলী। তাহাদিগের তৃপ্ত্যর্থেই এই দুইটী কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইল।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা কবিতা পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাহিতে হয়। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক অপরাধ করিতেছেন, সে সকল পাঠক যদি ক্ষমা করেন আমার এ অপরাধও ক্ষমা করিবেন।

ক্ষমার একটু কারণ এই আছে, যে এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম "প্রচারে" প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।

"দুর্গোৎসব" "বঙ্গদর্শন" হইতে, এবং "রাজার উপর রাজা" প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

"কবিতা পুস্তক" অপেক্ষা "গদ্য পদ্য" নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এইজন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্ত্তন করা গেল।

সূচীপত্র।

গদ্য পদ্য

বা

কবিতাপুস্তক

পুষ্পনাটক।

যূথিকা। এসো, এসো প্রাণনাথ এসো; আমাব হৃদযের ভিতর এসো; আমার হৃদয় ভরিয়া যাউক। কতকাল ধরিয়া তোমার আশায় ঊর্দ্ধ-মুখী হইযা বসিয়া. আছি, তাকি তুমি জান না?

আমি যখন কলিকা, তখন ঐ বৃহৎ আগুনের চাকা —ঐ ত্রিভুবন শুষ্ককর মহাপাপ, কোথায় আকাশের পূর্ব্বদিকে পড়িয়াছিল। তখন এমন বিশ্বপোড়ান মূর্ত্তিও ছিল না। তখন এর তেজের এত জ্বালাও ছিল না—হায়! সে কতকাল হইল! এখন দেখ সেই মহাপাপ ক্রমে আকাশের মাঝখানে উঠিয়া, ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাইয়া ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া হেলিয়া, এখন বুঝি অনন্তে ডুবিয়া যায়। যাক্! দূর হোক—তা তুমি এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ? তোমায় পেয়ে দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভরিয়া গেল—ছি মাটীতে পড়িও না। আমার বুকে তুমি আছ, তাতে সেই পোড়া তপন আর আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজাইতেছে! সেই রৌদ্রবিম্বে তুমি কেমন রত্নভূষিত হইয়াছ। তোমার রূপে আমিও রূপসী হইয়াছি—থাক, থাক, হৃদয়-স্নিগ্ধকর!—আমার হৃদয়ে থাক, মাটিতে পড়িও না।

টগর। (জনান্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি) দেখ ভাই কৃষ্ণকলি,—মেয়েটার রকম দেখ!

কৃষ্ণকলি। কোন্ মেয়েটার?

টগর। ঐ যুঁইটা। এতকাল মুখ বুজে, ঘাড় হেঁট ক'রে, যেন দোকানের মুড়িব মত পড়িয়া ছিল —তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা, নবাবের বেটা নবাব, বাতাসেব ঘোড়ায চ'ড়ে, একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপব এসে পড়িল। অমনি মেয়েটা হেসে, ফুটে, একেবারে আটখানা। আঃ তোর ছেলে বযস। ছেলেমানুষেব রকমই এক স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণকলি। আ ছি! ছি!

টগব। তা দিদি। আমবা কি আর ফুটতে জানিনে? তা, সংসার ধর্ম্ম করিতে গেলে দিনেও ফুটতে হয, দুপুবেও ফুটতে হয, গবমেও ফুটতে হয, ঠাণ্ডাতেও ফুটতে হয, না ফুটলে চলবে কেন বহিন? আমাদেবই কি বযস নেই? তা, ও সব অহঙ্কাব ঠেকার আমবা ভালবাসি না।

কৃষ্ণকলি। সেই কথাই ত বলি।

যুঁই। তা এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ! জাননা কি যে তুমি বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পাবি না?

বৃষ্টিবিন্দু। দুঃখ করিও না, প্রাণাধিকে!

আসিব আসিব অনেক কাল ধরিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিঘ্ন। একা আসা যায় না, দলবল যুটিয়া আসিতে হয়, সকলের সব সময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না। কেহ বাষ্পরূপ ভাল বাসেন, আপনাকে বড় লোক মনে করিয়া আকাশের উচ্চস্তরে অদৃশ্য হইয়া থাকিতে ভাল বাসেন; কেহ বলেন একটু ঠাণ্ডা পড়ুক, বায়ুর নিম্নস্তর বড় গরম, এখন গেলে শুকাইয়া উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা, ও অধঃপতন, অধঃপাতে কেন যাইব? কেহ বলেন,—আর মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হ'যে চিরকাল থাকি সেও ভাল; কেহ বলেন, মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আবার সেই চিরকেলে নদী নালা বিল খাল বেয়ে সেই লোণা সমুদ্রটায় পড়িতে হইবে, তার চেয়ে এসো এই উজ্জ্বল রৌদ্রে গিয়া খেলা করি, সবাই মিলে রামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব যদি মিলিয়া মিশিয়া আকাশে যোটপাট হওয়া গেল, তবু জ্ঞাতি-

বর্গের গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন থাক্; এখন এসো, কালিমাময়ী কালী করালী কাদম্বিনী সাজিয়া বিদ্যুতের মালা গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বসিয়া বাহার দিই। কেহ বলে অত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা জলবংশ, ভূলোক উদ্ধার করিতে যাইব, অমনি কি চুপি চুপি যাওয়া হয়?—এসো খানিক ডাক হাক করি। কেহ ডাক হাঁক করে, কেহ বিদ্যুতের খেলা দেখে—মাগী নানা রঙ্গে রঙ্গিনী—কখন এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশ প্রান্তে,কখন আকাশ মধ্যে, কখনও মিটি মিটি, কখনও চিকি চাকি—

যুঁই। তা তোমার যদি সেই বিদ্যুতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, আমরা হলেম ক্ষুদ্র।

বৃষ্টিবিন্দু। আছি! ছি! রাগ কেন? আমি কি সেই রকম? দেখ ছেলে ছোকরা হাল্কা যারা, তারা কেহই আসিল না, আমরা জন কত ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই।

পদ্ম। (পুকুর হইতে) উঃ বেটা কি ভারি রে। আয় না, তোদেব মত দুলাখ্ দশ লাখ্ আয না—আমাব একটা পাতায বসাইযা রাখি।

বৃষ্টিবিন্দু। বাছা আসল কথাটা ভুলে গেলে? পুকুব পুবায কে? হে পঙ্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে পাঁকও থাকিত না, জলও থাকিত না, তুমি ভাসিতেও পাইতে না, হাসিতেও পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদেব ঘবের মেযে, তাই আমবা তোমাকে বুকে কবিযা পালন কবি,— নহিলে তোমার এ রূপও থাকিত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ গর্ব্বও থাকিত না। পাপিযসি। জানিস্ না—তুই তোব পিতৃকুলবৈরি সেই অগ্নি-পিণ্ডটাব অনুবাগিনী।

যুঁই। ছি। প্রাণাধিক। ও মাগীটাব সঙ্গে কি অত কথা কহিতে আছে। ওটা সকাল থেকে মুখ খুলিযা সেই অগ্নিময নাযকেব মুখপানে চাহিযা থাকে, সেটা যে দিকে যায, সেই দিকে মুখ ফিরাইযা হাঁ কবিযা চাহিযা থাকে, এব মধ্যে কত বোলতা, ভোমবা মৌমাছি আসে, তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোমরা

মৌমাছির আশা, কাঁটার বাসার সঙ্গে কথা কহিতে আছে কি?

কৃষ্ণকলি। বলি, ও যুঁই, ভোমরা মৌমাছির কথাটা ঘরে ঘরে নয় কি?

যুঁই। আপনাদের ঘরের কথা কও দিদি, আমি ত এই ফুটিলাম। ভোমরা মৌমাছির জ্বালা ত এখনও কিছু জানি না।

বৃষ্টিবিন্দু। তুমিই বা কেন বাজে লোকের সঙ্গে কথা কও। যারা আপনারা কলঙ্কিনী, তারা কি তোমার মত অমল ধবল শোভা, এমন সৌরভ, দেখিয়া সহ্য করিতে পারে?

পদ্ম। ভাল রে ক্ষুদে! ভাল। খুব বক্তৃতা কর্‌চিস। ঐ দেখ বাতাস আসচে।

যুঁই। সর্ব্বনাশ। কি বলে যে।

বৃষ্টিবিন্দু। তাই ত। আমার আর থাকা হইল না।

যুঁই। থাক না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে।—আমি উহার বলে পারি না।

যুঁই। আর একটু থাক না।

[বাতাসের প্রবেশ]

বাতাস। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। কেন মহাশয়।

বাতাস। আমি এই অমল কমল সুশীতল সুবাসিত ফুল্লকলিকা লইয়া ক্রীড়া করিব। তুই বেটা অধঃপতিত, নীচগামী, নীচবংশ—তুই এই সুখের আসনে বসিয়া থাকিবি। নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। আমি আকাশ থেকে এয়েছি।

বাতাস। তুই বেটা পার্থিবযোনি—নীচগামী—খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস—তুই এ আসনে? নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। যুথিকে! আমি তবে যাই?

যুঁই। থাক না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে।

যুঁই। থাকনা থাকনা—থাকনা।

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস কেন?

যুঁই। তুমি সর।

বাতাস। আমি তোমাকে ধরি, সুন্দরি!

[যুথিকার সরিয়া সরিয়া পলায়নের চেষ্টা।]

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলযোগে আব থাকিতে পাবি না।

যুঁই। তবে আমাব যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধুইযা লইযা যাও।

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে।

যুঁই। একটু সঞ্চিত মধু—আব একটু পবিমল।

বাতাস। পবিমল আমি নিব—সেই লোভেই আমি এসেছি। দে—

[বায়ুকৃত পুষ্প প্রতি বল প্রযোগ]

যুঁই।—(বৃষ্টিবিন্দুব প্রতি) তুমি যাও—দেখিতেছ না ডাকাত।

বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িযা যাই কি প্রকাবে। যে তাড়া দিতেছে, থাকিতেও পাবি না—যাই—যাই—

[বৃষ্টিবিন্দুব ভূপতন।

টগর ও কৃষ্ণকলি। এখন, কেমন স্বর্গবাসী। আকাশ থেকে নেমে এযেচ না? এখন মাটিতে শোষ, নবদমায পশ, খালে বিলে ভাস—

যুঁই (বাতাসের প্রতি) ছাড়া ছাড়।

বাতাস। কেন ছাড়িব? দে পরিমল দে।

যুঁই। হায! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দব, সূর্যপ্রতিভাত, বসময়, জলকণা! এহৃদয স্নেহে ভরিযা আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা! একবাব রূপ দেখাইযা, স্নিগ্ধ করিযা, কোথায় মিশিলে, কোথায শুষিলে প্রাণাধিক! হায, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম না, কেন তোমাব সঙ্গে মরিলাম না! কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্প দেহ লইযা এ শূন্য প্রদেশে বহিলাম—

বাতাস। নে, কান্না রাখ—পবিমল দে—

যুই। ছাড; নহিলে যে পথে আমার প্রিয গিযাছে, আমিও সেই পথে যাইব।

বাতাস। যাস্ যাবি, পরিমল দে।—হুঁ হুঁম্।

যুঁই। আমি মবিব।—মরি—তবে চলিলাম।

বাতাস। হুঁ হুম্।

[ইতি যুঁথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন]

বাতাস। হুঃ! হায়! হায!

যবনিকা পতন।

EPILOGUE

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল?

দ্বিতীয় ঐ। তাইত একটা যুঁই ফুল নায়িকা আর এক ফোটা জল নায়ক। বড় ত Drama!

তৃতীয় ঐ। হতে পারে, কোন Moral আছে। নীতি কথা মাত্র।

চতুর্থ ঐ। না হে—এক রকম Tragedy.

পঞ্চম ঐ। Tragedy না একটা Farce?

ষষ্ঠ ঐ। Farce না—Satire—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম ঐ। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থ বিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। বাসনা" বা "তৃষ্ণা"নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার ততটা ফুটাতে চান না।

অষ্টম ঐ। এ একটা রূপক বটে। আমি অর্থ করিব?

প্রথম ঐ। আচ্ছা গ্রন্থকারই বলুন না কি এটা।

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজী Title দিব—

"A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower-plot on the evening of the 19*th* July, 1885 Sunday, and of which the writer was an eye-witness!"

সংযুক্তা। *

১। স্বপ্ন।

১

নিশীথে শুইয়া,   রজত পালঙ্কে
পুষ্পগন্ধি শির,   রাখি রামা অঙ্কে,
দেখিয়া স্বপন;   শিহরে সশঙ্কে
মহিষীর কোলে, শিহরে বায়।
চমকি সুন্দরী   নৃপে জাগাইল
বলে প্রাণনাথ,   এ বা কি হইল,
লক্ষ যোধ রণে,   যে না চমকিল
মহিষীর কোলে সে ভয় পায়!

* পৃথ্বীরাজের মহিষী—কান্যকুব্জ রাজার কন্যা। টডকৃত রাজস্থানের সংযুক্তার বৃত্তান্ত দেখ।

২

উঠিযে নৃপতি কহে মৃদু বাণী
যে দেখিনু স্বপ্ন, শিহরে পরাণি,
স্বর্গীযা জননী চৌহানের রাণী
বন্যহস্তী তাঁবে মাবিতে ধায।
ভযে ভীত প্রাণ রাজেন্দ্রঘরণী
আমাব নিকটে আসিল অমনি
বলে পুত্র বাখ, মবিল জননী
বন্যহস্তি-শুণ্ডে প্রাণ বা যায॥

৩

ধরি ভীম গদা মারি হস্তিতুণ্ডে,
না মানিল গদা, বাড়াইযা শুণ্ডে,
জননীকে ধবি, উঠাইল মুণ্ডে ;
পাড়িযা ভূমেতে বধিল প্রাণ।
কুস্বপন আজি দেখিলাম রাণি
কি আছে বিপদ কপালে না জানি
মত্তহস্তী আসি বধে রাজেন্দ্রাণী
আমি পুত্র নাবি করিতে ত্রাণ॥

৪

শুনিয়াছি নাকি তুরঙ্কের দল
আসিতেছে হেথা, লঙ্ঘি হিমাচল
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল,
বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়।
জননী রূপেতে বুঝিবা স্বদেশ,
বুঝি বা তুরস্ক মত্তহস্তী বেশ,
বার বার বুঝি এই বার শেষ।
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়॥

৫

শুনি পতিবাণী, যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয়! বলে রাজরাণী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়—
জয় জয় জয়! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব!
কোথাকার ছার তুরস্ক পহলব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা॥৮

৬

আসে আসুক না পাঠান পামর,
আসে আসুক না আরবি বানর,
আসে আসুক না নর বা অমর!
কার সাধ্য তব শকতি সয়?
পৃথ্বীরাজ সেনা অনন্ত মণ্ডল
পৃথ্বীরাজভুজে অবিজিত বল
অক্ষয় ও শিবে কিরীট কুণ্ডল
জয় জয় পৃথ্বীরাজের জয়॥

৭

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি গৌরবে উছলি,
ভূষণে শিঞ্জিনী, নয়নে বিজলি
দেখিয়া হাসিল ভারতপতি।
সহসা কঙ্কণে লাগিল কঙ্কণ,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া খসিল ভূষণ
নাচিয়া উঠিল দক্ষিণ নয়ন,
কবি বলে তালি না দিও সতি॥

২। রণসজ্জা।

১

রণসাজে সাজে চৌহানের বল,
অশ্ব গজ রথ পদাতির দল,
পতাকার রবে পবন চঞ্চল,
বাজিল বাজনা—ভীষণ নাদ।
ধূলিতে পূরিল গগনমণ্ডল
ধূলিতে পূরিল যমুনার জল,
ধূলিতে পূরিল অলক কুন্তল,
যথা কুলনারী গণে প্রমাদ॥

২

দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ
স্থানেশ্বর পদে বধিতে যবন
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন—
হর হর বলে যতেক বীর।
মদবার* হতে আইল সমর†
আবুহতে এলো দুরন্ত প্রমর
আর্য্য বীরদল ডাকে হর। হর।
উছলে কাঁপিয়া কালিন্দী-নীর॥

* মেবার। † সমর সিংহ।

৩

গ্রীবা বাঁকাইযা চলিল তুরঙ্গ
শুণ্ড আছাড়িযা চলিল মাতঙ্গ
ধনু আস্ফালিয়া—শুনিতে আতঙ্গ—
দলে দলে দলে পদাতি চলে।
বসি বাতাযনে কনৌজনন্দিনী
দেখিলা অদূরে চলিছে বাহিনী
ভারত ভরসা, ধরম রক্ষিণী—
ভাসিলা সুন্দরী নয়নজলে ॥

৪

সহসা পশ্চাতে দেখিল স্বামীরে.
মুছিলা অঞ্চলে নযনের নীরে,
যুড়ি দুই কর বলে "হেন বীরে
রণসাজে আমি সাজাব আজ।"
পরাইল ধনী কবচকুণ্ডল
মুকুতার দাম বক্ষে ঝলমল
ঝলসিল রত্ন কীরিটী মণ্ডল
ধনু হস্তে হাসে রাজেন্দ্ররাজ ॥

৫

সাজাইযা নাথে যোড় করি পাণি
ভাবতের বাণী কহে মৃদু বাণী
“সুখী প্রাণেশ্বর তোমায বাখানি
এ বাহিনী পতি চলিলা রণে।
লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকাবী,
এ রণসাগবে তুমি হে কাণ্ডারী
মথিবে সে সিন্ধু নিযত প্রহাবি
সেনাব তরঙ্গ তবঙ্গসনে ॥

৬

আমি অভাগিনী জনমি কামিনী
অবরোধে আজি বহিনু বন্দিনী
না হতে পেলাম তোমাব সঙ্গিনী,
অর্দ্ধাঙ্গ হইযা রহিনু পাছে।
যবে পশি তুমি সমর সাগরে
খেদাইবে দূবে ঘোবির বানরে
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পবে,
তব বীবপনা। না রব কাছে ॥

৭

সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ
তুমি পৃথ্বীপতি মহা মহারাজ
হানি শক্রশিরে বাসবের বাজ
ভারতের বীর আইস ফিরে।
নহে যদি শম্ভু হয়েন নির্দ্দয়
যদি হয় রণে পাঠানের জয়
না আসিও ফিরে,—দেহ যেন বয়
রণক্ষেত্রে ভাসি শক্র রুধিরে॥

৮

কত সুখ প্রভু, ভুঞ্জিলে জীবনে।
কি সাধ বা বাকি এ তিন ভুবনে?
নয় গেল প্রাণ, ধর্ম্মের কারণে?
চিরদিন রহে জীবন কার?
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ
গৌরবে পূরিত হবে দিক্ দশ
এ কান্ত শরীর এ নব বয়স
স্বর্গ গিয়ে প্রভু পাবে আবার॥

৯

করিলাম পণ শুনহে রাজন
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ
নাহি যতক্ষণ কর আগমন,
না খাব কিছু, না করিব পান।
জয় জয় বীর জয়. পৃথ্বীরাজ।
লভ পূর্ণ জয় সমরেতে আজ
যুগে যুগে প্রভু ঘোষিবে এ কাজ
হর হর শম্ভো কর কল্যাণ॥

১০

হর হর হর। বম্ বম্ কালী।
বম্ বম্ বলি রাজার দুলালি,
করতালি দিল—দিল করতালি
বাজ রাজপতি ফুল্ল হৃদয়।
ডাকে বামা জয় জয় পৃথ্বীরাজ
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ—
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ
কর, দুর্গে, পৃথ্বীরাজের জয়॥

১১

প্রসারিয়া রাজ মহা ভুজদ্বয়ে,
কমনীয় বপু, ধরিল হৃদয়ে,
পড়ে অশ্রুধারা চাবি গণ্ড বয়ে,
চুম্বিল স্ববাহু চন্দ্রবদনে।
স্মরি ইষ্টদেবে বাহিরিল বীব,
মহা গজপৃষ্ঠে শোভিল শবীব
মহিষীব চক্ষে বহে ঘন নীব।
কে জানে এতই জল নয়নে!

১২

লুটাইয়া পড়ি ধরণীব তলে
তবু চন্দ্রাননী জয় জয় বলে
জয় জয় বলে—নয়নেব জলে
জয় জয় কথা না পায় ঠাঁই।
কবি বলে মাতা মিছে গাও জয়
কাঁদ যতক্ষণ দেহে প্রাণ বয়,
ও কান্না রহিবে এ ভাবত ময়
আজিও আমরা কাঁদি সবাই॥

৩। চিতারোহণ।

১

কত দিন রাত পড়ে রহে রাণী
না খাইল অন্ন না খাইল পাণি
কি হইল বণে কিছুই না জানি,
মুখে বলে পৃথ্বীরাজের জয়।
হেন কালে দূত আসিল দিল্লীতে
রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে—
কেহ নাবে কাবে ফুটিয়া বলিতে,
হায় হায় শব্দ। ফাটে হৃদয়॥

২

মহারবে যেন সাগর উছলে
উঠিল রোদন ভারত মণ্ডলে
ভারতের রবি গেল অস্তাচলে
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান।
আসিছে যবন সামাল সামাল।
আর যোদ্ধা নাই কে ধরিবে ঢাল?
পৃথ্বীরাজ বীরে হরিয়াছে কাল।
এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ॥

৩

ভূমি শয্যা ত্যাজি   উঠে চন্দ্রাননী।
সখীজনে ডাকি   বলিল তখনি,
সম্মুখ সমরে   বীর শিরোমণি
গিয়াছে চলিয়া অনন্ত স্বর্গে।
আমিও যাইব   সেই স্বর্গপুরে,
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া   পূজিব প্রভুবে,
পূরাও রে সাধ ;   দুঃখ যাক দূবে
সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে॥

৪

যে বীর পড়িল   সম্মুখ সমরে
অনন্ত মহিমা   তার চরাচরে
সে নহে বিজিত ; অপ্সরে কিন্নরে,
গায়িছে তাহার অনন্ত জয়।
বল সখি সবে   জয় জয় বল,
জয় জয় বলি   চড়ি গিয়া চল
জ্বলন্ত চিতার   প্রচণ্ড অনল,
বল জয় পৃথ্বীরাজের জয়

৫

চন্দনের কাষ্ঠ এলো রাশি রাশি
কুসুমের হার যোগাইল দাসী
রতন ভূষণ কত পবে হাসি
বলে যাব আজি প্রভুর পাশে।
আয় আয সখি, চড়ি চিতানলে
কি হবে রহিযে ভাবতমণ্ডলে ?
আয় আয সখি যাইব সকলে
যথা প্রভু মোর বৈকুণ্ঠবাসে ॥

৬

আবোহিলা চিতা কামিনীর দল
চন্দনের কাষ্ঠে জ্বলিল অনল
সুগন্ধে পূরিল গগনমণ্ডল—
মধুব মধুব সংযুক্তা হাসে।
বলে সবে বল পৃথ্বীরাজ জয
জয় জয জয় পৃথ্বীরাজ জয়
করি জযধ্বনি সঙ্গে সখীচয়
চলি গেলা সতী বৈকুণ্ঠ বাসে ॥

৭

কবি বলে মাতা কি কাজ করিলে
সন্তানে ফেলিযা নিজে পলাইলে,
এ চিতা অনল কেন বা জ্বালিলে,
ভাবতেব চিতা, পাঠান ডবে।
সেই চিতানল, দেখিল সকলে
আর না নিবিল ভাবত মণ্ডলে
দহিল ভারত তেমনি অনলে
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে ॥

আকাঙ্ক্ষা।

(সুন্দরী।)

১

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,

রে প্রাণবল্লভ।

কিবা দিবা কিবা রাতি, কূলেতে আঁচল পাতি.

শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব ॥

রে প্রাণবল্লভ।

২

কেন না হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ,

মোর শ্যামধন।

দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,

করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥

ওহে শ্যামধন।

৩

কেন না হইলি তুই, মলয় পবন,
ওহে ব্রজরাজ।
আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হবি,
নিশ্বাসে যাইতে মোর, হৃদয়ের মাঝ ॥
ওহে ব্রজরাজ!

৪

কেন না হইলি তুই, কাননকুসুম,
রাধাপ্রেমাধার।
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার ॥
মোর প্রাণাধার!

৫

কেন না হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ।
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়ন পথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥
আমার প্রাণেশ।

৬

কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন,
পীতাম্বর হরি।
নীলবাস তেযাগিযে, তোমারে পরি কালিযে,
রাখিতাম যত্ন করে্য হৃদয় উপবি ॥
পীতাম্বর হরি!

৭

কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে,
সংসাবে সুন্দব।
ফিরাতেম আঁখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা
মনোহর এ সংসাবে, রাধামনোহব।
শ্যামল সুন্দব।

(সুন্দর।)

১

কেন না হইনু আমি, কপালের দোষে,
যমুনার জল।
লইযা কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা কমল—
যৌবনেতে ঢল ঢল ॥

২

কেন না হইনু আমি, তোমার তরঙ্গ,
তপননন্দিনি।
বাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে,
দোলাতাম দেহ তাব, নবীন নলিনী—
যমুনাজলহংসিনী॥

৩

কেন না হইনু আমি, তোর অনুরূপী,
মলয পবন।
ভ্রমিতাম কুতূহলে, বাধাব কুন্তল দলে,
কহিতাম কানে কানে, প্রণয বচন—
সে আমার প্রাণধন॥

৪

কেন না হইনু হায! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ।
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গ চন্দন॥

৫

কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরণ।
রাধার শরীরে থেকে রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,
ভুলাতাম রাধারূপে, অন্যজনমন—
পর ভুলান কেমন?

৬

কেন না হইনু আমি চিকণ বসন,
দেহ আবরণ।
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে দুলে, ছুঁতেম চরণ,—
চুম্বি ও চাঁদবদন॥

৭

কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে,
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম-সুখ রত্নাকর?

অধঃপতন সঙ্গীত।

১

বাগানে যাবিবে ভাই ? চল সবে মিলে যাই,
যথা হর্ম্ম্য সুশোভন, সবোবরতীবে।
যথা ফুটে পাঁতি পাঁতি, গোলাব মল্লিকা জাঁতি,
বিগ্নোনিযা লতা দোলে মৃদুল সমীবে॥
নাবিকেল বৃক্ষরাজি, চাঁদের কিবণে সাজি,
নাচিছে দোলাযে মাথা ঠমকে ঠমকে।
চন্দ্রকরলেখা তাহে, বিজলি চমকে॥

২

চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরীগণে,
বাঙ্গা সাজ পেসোযাজ, পরশিবে অঙ্গে।
তম্বুরা তবলা চাটি; আবেশে কাঁপিবে মাটী,
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুর দিবে সঙ্গে॥

খিনি খিনি খিনি খিনি, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি,
তাধ্রিম্ তাধ্রিম তেবে, গাও না বাজনা।
চমকে চাহনি চারু, ঝলকে গহনা॥

৩

ঘবে আছে পদ্মমুখী কভু না করিল সুখী,
শুধু ভাল বাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে।
নাহি জানে নৃত্যগীত, ইযার্কিতে নাহি চিত্,
একা বসি ভাল বাসা, ভাল লাগে কাবে?
গৃহধর্ম্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা দুঃখেব দিনে অন্য গতি নাই!
এ হেন সুখেব দিনে, তাবে নাহি চাই॥

৪

আছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন যাইবে তূর্ণ,
যদি না ভুঞ্জিনু সুখ, কি কাজ জীবনে?
ঠুসে মদ্য লও সাতে, যেন না ফুরায রাতে,
সুখেব নিশান গাঢ প্রমোদভবনে।
খাদ্য লও বাছা বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচা,
চপ্ স্তুপ কারি কোর্ম্মা, করিবে বিচিত্র।
বাঙ্গালিব দেহ বত্ন, ইহাতে করিও যত্ন,
সহস্র পাদুকা স্পর্শে, হয়েছে পবিত্র।
পেটে খায় পিঠে সয, আমার চরিত্র॥

৫

বন্দে মাতা সুরধুনি, কাগজে মহিমা শুনি
বোতলবাহিনি পুণ্যে, একশ নন্দিনি।
করি ঢক ঢক নাদ, পূরাও ভকত সাধ,
লোহিত বরণি বামা, তাবেতে বন্দিনি।
প্রণমামি মহানীরে, ছিপির কীরিটি শিরে,
উঠ শিরে ধীরে ধীরে, যবৃত জননি।
তোমার কৃপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য
শয্যায় পতিত বাখ, পতিতপাবনি।
বাক্‌স বাহনে চল, ডজন ডজনি॥

৬

কিছাব সংসারে আছি, বিষয় অবণ্যে মাছি,
মিছা করি ভন্‌ভন্‌ চাকবি কাঁটালে।
মাবে জুতা সই সুখে, লম্বা কথা বলি মুখে,
উচ্চ করি ঘুষ তুলি দেখিলে কাঙ্গালে॥
শিখিযাছি লেখা পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া,
কথা কই চড়া চড়া, ভিখারি ফকিরে।
দেখ ভাই রোথ কত, বাঙ্গালি শরীরে।

৭

পূব পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতালি,
কেন তুমি দাও গালি, কি দোষ আমার ?
দেশের মঙ্গল চাও ? কিসে তার ক্রটি পাও ?
লেক্‌চরে কাগজে বলি, কর দেশোদ্ধার ॥
ইংরেজের নিন্দা করি, আইনের দোষ ধরি,
সম্বাদ পত্রিকা পড়ি, লিখি কভু তায়।
আর কি করিব বল স্বদেশের দায় ?

৮

করেছি ডিউটীর কাজ, বাজা ভাই পাখোয়াজ
কামিনি, গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে।
গেলাস পূবে দে মদে, দে দে দে আরো আরো দে,
দে দে এবে দে ওবে দে, ছড়ি দে সারঙ্গে।
কোথায় ফুলের মালা, আইস্ দেনা ? ভাল জ্বালা,
"বংশী বাজায় চিকণ কালা ?" সুর দাও সঙ্গে।
ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি বসুধা ?
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে।
টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রূভঙ্গে ॥

৯

যেভাবে দেহের হিত, না বুঝি তাহার চিত,
আত্মহিত ছেড়ে কেবা, পরহিতে চলে ?
না জানি দেশ বা কার ? দেশে কার উপকার ?
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে ?
আপনার হিত কবি, এত শক্তি নাহি ধরি,
দেশহিত কবিব কি, একা ক্ষুদ্র প্রাণী।
ঢাল মদ ! তামাক দে ! লাও ব্রাণ্ডি পানি।

১০

মনুষ্যত্ব ? কাকে বলে ? স্পিচ দিই টৌনহলে,
লোকে আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত।
নাটক নবেল কত, লিখিযাছে শত শত,
এ কি নয মনুষ্যত্ব ? নয় দেশ হিত ?
ইংরেজি বাঙ্গালা ফেঁদে, পলিটীক্‌স লিখি কেঁদে,
পদ্য লিখি নানা ছাঁদে, বেচি সস্তা দরে।
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালি দিই অষ্টে পৃষ্ঠে,
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে ?
নির্পাত যাউক দেশ ! দেখি বসে ঘরে ॥

১১

হাঁ! চামেলি ফুলিচম্পা! মধুর অধর কম্পা!
হাম্বীর কেদার ছায়ানট সুমধুর!
হুক্কা না তুরন্ত বোলে! শের মে ফুল না ডোলে!
পিয়ালা ভর দে মুঝে! রঙ ভরপুর!
সুপ্ চপ্ কটলেট, আন বাবা পেট পেট,
কুক্ বেটা ফাষ্টরেট, যত পার খাও।
মাথামুণ্ড পেটে দিয়ে, পড় বাপু জমী নিয়ে,
জনমি বাঙ্গালিকুলে, সুখ করে্য যাও।
পতিত পাবনি স্ববে, পতিতে তরাও॥

১২

যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবি আয় সাতে,
কি কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূমণ্ডলে?
লেখাপড়া ভস্ম ছাই, কে কবে শিখেছে ভাই
লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বঙ্গস্থলে?
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেবাণির কাজ করে,
মুন্সেফ চাপবাঁশি আর ডিপুটী পিয়াদা।
অথবা স্বাধীন হয়ে, ওকালতি পাশ লয়ে,
খোষামুদি জুয়াচুরি, শিখিছে জিয়াদা!

সাব কথা বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কাজ নাই,
কি কাজ সাধিব মোরা, এ সংসারে থাকি,
মনোবৃত্তি আছে যাহা, ইন্দ্রিয় সাগরে তাহা
বিসর্জ্জন করিয়াছি, কিবা আছে বাঁকি ?
কেন দেহভার বয়ে, যমে দাও ফাঁকি ?

১৩

ধর তবে গ্লাস আঁটি, জ্বলন্ত বিষের বাটী
শুন তবলার চাটি, বাজে খন্ খন্।
নাচে বিবি নানা ছন্দ, সুন্দর খামিরা গন্ধ,
গম্ভীর জীমূতমন্দ্র হুঁকার গর্জ্জন ॥
সেজে এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই,
অধম বাঙ্গালি হতে, হবে কোন কাজ ?
ধরিতে মনুষ্য দেহ, নাহি করে লাজ ?

১৪

মর্কটের অবতার, রূপগুণ সব তার,
বাঙ্গালির অধিকার, বাঙ্গালি ভূষণ।
হা ধরণি কোন পাপে, কোন বিধাতার শাপে,
হেন পুত্রগণ গর্ভে, করিলে ধারণ ?

বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে কিম্বা পাবাবাবে,
ছিল না কি জলরাশি ? কে শোষিল নীরে ?
আপনা ধ্বংসিতে রাগে কতই শকতি লাগে ?
নাহি কি শকতি তত বাঙ্গালি শরীবে ?
কেন আব জ্বলে আলো বঙ্গেব মন্দিরে ?

১৫

মবিবে না ? এসো তবে, উন্নতি সাধিযা সবে
লভি নাম পৃথিবীতে, পিতৃ সমতুল।
ছাড়ি দেহ খেলা ধূলা ভাঙ বাদ্যভাণ্ড গুলা
মাবি খেদাইবা দাও, নর্ত্তকীব কুল।
মাবিয়া লাঠিব বাড়ি, বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,
বাগান ভাঙ্গিযা ফেল পুকুবেব তলে
সুখ নামে দিযে ছাই, দুঃখ সার কব ভাই
কভু না মুছিবে কেহ, নযনেব জলে,
যতদিন বাঙ্গালিকে লোকে ছিছি বলে।

সাবিত্রী।

১

তমিশ্রা রজনী ব্যাপিল ধরণী,
দেখি মনে মনে পরমাদ গণি,
বনে একাকিনী বসিলা রমণী
কোলেতে করিযা স্বামীর দেহ।
আঁধার গগন ভুবন আঁধার,
অন্ধকার গিরি বিকট আকার,
দুর্গম কাণ্ডার ঘোর অন্ধকার,
চলে না ফেরে না নড়ে না কেহ॥

২

কে শুনেছে হেথা মানবের রব ?
কেবল গরজে হিংস্র পশু সব,
কখন খসিছে বৃক্ষের পল্লব,
কখন বসিছে পাখী শাখায়।
ভয়েতে সুন্দরী বনে একেশ্বরী,
কোলে আরও টানে পতিদেহ ধরি,
পরশে অধর অনুভব করি,
নীরবে কাঁদিয়া চুম্বিছে তায় ॥

৩

হেরে আচম্বিতে এ ঘোর সঙ্কটে,
ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে
ক্রমে ম্লান হয়ে গেল নিবিয়া।
সে ছায়া পশিল কাননে,—অমনি,
পলায় শ্বাপদ উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষশাখা কত ভাঙ্গিল আপনি,
সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া ॥

৪

সহসা উজলি ঘোর বনস্থলী,
মহা গদা প্রভা, যেন বা বিজলি
দেখিলা সাবিত্রী যেন রত্নাবলী,
ভাসিল নির্ঝরে আলোক তার।
মহা গদা দেখি প্রণমিলা সতী,
জানিল কৃতান্ত পরলোক পতি,
এ ভীষণা ছায়া তাঁহারই মূরতি,
ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার॥

৫

গভীর নিস্বনে কহিলা শমন,
থর থর করি কাঁপিল গহন,
পর্ব্বতগহ্বরে ধ্বনিল বচন,
চমকিল পশু বিবর মাঝে।
"কেন একাকিনী মানবনন্দিনী,
শব লয়ে কোলে যাপিছ যামিনী
ছাড়ি দেহ শবে; তুমি ত অধিনী,
অম সঙ্গে তব বাদ কি সাজে॥

৬

"এ সংসারে কাল বিরাম বিহীন,
নিয়মের রথে ফিরে রাত্রি দিন,
যাহারে পরশে সে মম অধীন,
স্থাবর জঙ্গম জীব সবাই।
সত্যবানে আসি কাল পরশিল,
লতে তারে মম কিঙ্কর আসিল,
সাধ্বী অঙ্গ ছুঁয়ে লইতে নারিল,
আপনি লইতে এসেছি তাই॥

৭

সব হলো বৃথা না শুনিল কথা,
না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা
নারে পরশিতে সাধ্বী পতিব্রতা,
অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মের পতি।
তখন কৃতান্ত কহে আর বার,
"অনিত্য জানিও এ ছার সংসার,
স্বামী পুত্র বন্ধু নহে কেহ কার,
আমার আলয়ে সবার গতি"॥

৮

"বত্নছত্র শিরে রত্নভূষা অঙ্গে,
বত্নাসনে বসি মহিষীর সঙ্গে,
ভাসে মহারাজা সুখের তরঙ্গে,
আঁধারিয়া রাজ্য লই তাহারে।
বীরদর্প ভাঙ্গি লই মহাবীরে,
রূপ নষ্ট করি লই রূপসীরে,
জ্ঞান লোপ করি গরাসি জ্ঞানীরে,
সুখ আছে, শুধু মম আগারে॥

৯

"অনিত্য সংসার পুণ্য কর সার,
কর নিজ কর্ম্ম নিয়ত যে যার,
দেহান্তে সবার হইবে বিচার,
দিই আমি সবে করম ফল।
যত দিন সতি তব আয়ু আছে,
করি পুণ্য কর্ম্ম এসো স্বামী পাছে—
অনন্ত যুগান্ত'পরে কাছে কাছে,
ভুঞ্জিবে অনন্ত মহা মঙ্গল॥

১০

"অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন,
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্য্যে হয় অনন্ত দর্শন,
অনন্ত বাসনা, তৃপ্তি অনন্ত।'
দম্পতী আছয়ে নাহি বৈধব্য ঘটনা,
মিলন আছয়ে নাহি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে নাহি কলহ গঞ্জনা,
রূপ, আছে, নাহি রিপু দুরন্ত।

১১

"রবি তথা আলো করে, না করে দাহন,
নিশি স্নিগ্ধকরী, নহে তিমির কারণ,
মৃদু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পবন,
কলা নাহি চাঁদে, নাহি কলঙ্ক।
নাহিক কণ্টক তথা কুসুম রতনে,
নাহিক তরঙ্গ স্বচ্ছ কল্লোলিনীগণে,
নাহিক অশনি তথা সুবর্ণের ঘনে,
পঙ্কজ সরসে নাহিক পঙ্ক॥

১২

"নাহি তথা মায়াবশে বৃথায় রোদন,
নাহি তথা ভ্রান্তি বশে বৃথায় মনন,
নাহি তথা রিপুবশে বৃথায় যতন,
নাহি শ্রম লেশ, নাহি অলস।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা নিদ্রা শরীরে না রয়,
নারী তথা প্রণয়িনী বিলাসিনী নয়,
দেবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয়,
দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্ দশ॥

১৩

"জগতে জগতে দেখে পরমাণু রাশি,
মিলিছে ভাঙ্গিছে পুনঃ ঘুরিতেছে আসি.
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ি ফেলিছে বিনাশি,
অচিন্ত্য অনন্ত কাল তরঙ্গে।
দেখে লক্ষ কোটী ভানু অনন্ত গগনে,
বেড়ি তাহে কোটী কোটী ফিরে গ্রহগণে,
অনন্ত বর্ত্তন রব শুনিছে শ্রবণে,
মাতিছে চিত্ত সে গীতের সঙ্গে॥

১৪

"দেখে কর্ম্মক্ষেত্রে নব কত দলে দলে,
নিষমেব জালে বাঁধা ঘুবিছে সকলে,
ভ্রমে পিপীলিকা যেন নেমীব মণ্ডলে,
নির্দ্দিষ্ট দূবতা লঙ্ঘিতে নাবে।
ক্ষণকাল তবে সবে ভবে দেখা দিযা
জলে যেন জলবিম্ব যেতেছে মিশিযা,
পুণ্যবলে পুণ্যধামে গিলেছে আসিযা.
পুণ্যই সত্য অসত্য সংসাবে।

১৫

"তাই বলি কন্যে, ছাড়ি দেহ মাযা,
ত্যজ বৃথা ক্ষোভ ; ত্যজ পতি কাযা
ধৰ্ম্ম আচবণে হও তাব জাযা,
গিযা পুণ্যধাম।
গৃহে যাও ত্যজি কানন বিশাল,
থাক যত দিন না পবশে কাল,
কালেব পবশে মিটিবে জঞ্জাল,
সিদ্ধ হবে কাম॥"

১৬

শুনি যম বাণী জোড় করি পাণি,
ছাড়ি দিযা শবে, তুলি মুখ খানি,
ডাকিছে সাবিত্রী ;—"কোথায় না জানি,
কোথা ওহে কাল।
দেখা দিযা রাখ এ দাসীর প্রাণ,
কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান,
পরশিয়ে কর এ শঙ্কটে ত্রাণ,
মিটাও জঞ্জাল ॥

১৭

"স্বামিপদ যদি সেবে থাকি আমি,
কায় মনে যদি পূজে থাকি স্বামী,
যদি থাকে বিশ্বে কেহ অন্তর্য্যামী,
রাখ মোর কথা।
সতীত্বে যদ্যপি থাকে পুণ্যফল,
সতীত্বে যদ্যপি থাকে কোন বল,
পবশি আমারে; দিয়ে পদে স্থল,
জুড়াও এ ব্যথা ॥"

১৮

নিয়মের রথ ঘোষিল ভীষণ,
আসি প্রবেশিল সে ভীম কানন,
পরশিল কাল সতীত্ব রতন,
সাবিত্রী সুন্দরী।
মহা গদা তবে চমকে তিমিরে,
শব পদরেণু তুলি লযে শিরে,
ত্যজে প্রাণ সতী অতি ধীরে ধীবে,
পতি কোলে করি॥

১৯

বরষিল পুষ্প অমরের দলে,
সুগন্ধি পবন বহিল ভূতলে,
তুলিল কৃতান্ত শবীরী যুগলে,
বিচিত্র বিমানে।
জনমিল তথা দিব্য তরুবর,
সুগন্ধি কুসুমে শোভে নিরন্তব,
বেড়িল তাহাতে লতা মনোহর,
সে বিজন স্থানে॥

আদর।

১

মরুভূমি মাঝে যেন, একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে।
বরষার রাত্রে যেন, একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে॥
নিদাঘ সন্তাপে যেন, একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে।
রতন শোভিত যেন, একই তরণী,
অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমারি তুমি, প্রিয়ে, সংসার ভিতরে॥

২

চিবদরিদ্রের যেন, একই রতন,
অমূল্য, অতুল।
চিরবিরহীর যেন, দিনেক মিলন,
বিধি অনুকূল॥
চিব বিদেশীব যেন, একই বান্ধব,
স্বদেশ হইতে।
চিববিধবাব যেন, একই স্বপন,
পতিব পীবিতে।
তেমনি আমাব তুমি প্রাণাধিকে, এ মহীতে॥

৩

সুশীতল ছাযা তুমি, নিদাঘ সন্তাপে,
রম্য বৃক্ষ তলে।
শীতেব আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র,
ববষাব জলে॥
বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আঁখি,
রূপের প্রকাশে।
শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদবদনি লো,
আমার আকাশে।
কৌমুদী মধুর হাসি, দুখের তিমির নাশে॥

৪

অঙ্গের চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন,
কুসুমের বাস।
নয়নের তারা তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি,
দেহের নিশ্বাস ॥
মনের আনন্দ তুমি, নিদ্রার স্বপন,
জাগ্রতে বাসনা।
সংসারে সহায় তুমি, সংসার বন্ধন,
বিপদে সান্ত্বনা।
তোমারি লাগিযে সই, ঘোর সংসার যাতনা ॥

বায়ু।

১

জন্ম মম সূর্য্য-তেজে, আকাশ মণ্ডলে।
যথা ডাকে মেঘরাশি,
হাসিয়া বিকট হাসি,
বিজলি উজলে।
কেবা মম সম বলে,
হুহুঙ্কার করি যবে, নামি রণস্থলে।
কানন ফেলি উপাড়ি,
গুঁড়াইয়া ফেলি বাড়ী,
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পাড়ি,
অটল অচলে।
হাহাকার শব্দ তুলি এ সুখ অবনীতলে॥

২

পর্ব্বত শিখরে নাচি; বিষম তবাসে,
মাতিয়া মেঘের সনে,
পিঠে কবি বহি ঘনে,
সে ঘন ববষে।
হাসে দামিনী সে বসে।
মহাশব্দে ক্রীড়া কবি, সাগর উবসে ॥
মথিযা অনন্ত জলে,
সফেন তবঙ্গ দলে,
ভাঙ্গি তুলে নভস্তলে,
ব্যাপি দিগ্‌দশে।
শীকবে আঁধাবি জগৎ, ভাসাই দেশ অলসে ॥

৩

বসন্তে নবীন লতা, ফুল দোলে তায।
যেন বাযু সে বা নহি,
অতি মৃদু মৃদু বহি,
প্রবেশি তথায় ॥
হেসে মরি যে লজ্জায়—
পুষ্পগন্ধ চুরি করি, মাখি নিজ গায ॥

সরোবরে স্নান কবি,
যাই যথায় সুন্দরী,
বসে বাতাযনোপরি,
গ্রীষ্মেব জ্বালায় ॥
তাহার অলকা ধবি,
মুখ চুম্বি ঘর্ম্ম হরি,
অঞ্চল চঞ্চল কবি,
স্নিগ্ধ কবি কায ॥
আমাব সমান কেবা যুবতী মন ভুলায ?

৮

বেণুখণ্ড মধ্যে থাকি, বাজাই বাঁশবী।
বন্ধ্রে বন্ধ্রে যাই আসি,
আমিই মোহন বাঁশী,
সুবেব লহবী ॥
আব কার গুণে হবি,
ভুলাইত বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনেশ্বরী ?
ঢল ঢল চল চল,
চঞ্চল যমুনা জল,
নিশীথ ফুলে উজল,
কানন বল্লরী,
তাব মাঝে বাজিতাম বংশীনাদ রূপ ধরি ॥

৫

জীবকণ্ঠে যাই আসি, আমি কণ্ঠ স্বব।
আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী,
মহীর ভিতর ॥

সিংহেব কণ্ঠেতে আমিই হুঙ্কাব,
ঋসিব কণ্ঠেতে আমিই ওঙ্কাব,
গাযক কণ্ঠেতে আমিই ঝঙ্কাব,
বিশ্ব-মনোহব ॥

আমিই বাগিণী আমি ছয বাগ,
কামিনীব মুখে আমিই সোহাগ,
বালকেব বাণী অমৃতেব ভাগ,
মম রূপান্তব ॥

গুণ গুণ রবে ভ্রময়ে ভ্রমব,
কোকিল কুহরে বৃক্ষেব উপর,
কলহংস নাদে সরসী ভিতব,
আমাবি কিঙ্কব ॥

আমি হাসি আমি কান্না, স্বররূপে শাসি নব ॥

৬

কে বাঁচিত এ সংসারে, আমার বিহনে ?
আমি না থাকিলে ভুবনে ?
আমিই জীবের প্রাণ,
দেহে করি অধিষ্ঠান,
নিশ্বাস বহনে।
উড়াই খগে গগনে।*
দেশে দেশে লয়ে যাই, বহি যত ঘনে।
আনিয়া সাগর নীরে,
ঢালে তারা গিরিশিরে,
সিক্ত করি পৃথিবীরে,
বেড়ায় গগনে।
মম সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে ?

৭

মহাবীর দেব অগ্নি জ্বালি সে অনলে।
আমিই জ্বালাই যাঁরে,
আমিই নিবাই তাঁরে,
আপনার বলে।

* Vide Reign of Law, by Duke of Argyll Chap VII Flight of Birds.

মহাবলে বলী আমি, মন্থন করি সাগর।
রসে সুরসিক আমি; কুসুমকুলনাগর ॥
শিহরে পরশে মম কুলের কামিনী।
মজাইনু বাঁশী হয়ে, গোপের গোপিনী ॥
বাক্য রূপে জ্ঞান আমি স্বর রূপে গীত।
আমারই কৃপায় ব্যক্ত ভক্তি দম্ভ প্রীত ॥
প্রাণবায়ু রূপে আমি রক্ষা করি জীবগণ।
হুহু হুহু! মম সম গুণবান্ আছে কোন জন?

আকবর শাহের খোস্ রোজ।

১

রাজপুরী মাঝে কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার, বসের ঠাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণী রূপের হাট॥
বিশালা সে পুরী নবমীর চাঁদ,
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
খরিদ্দার ডাকে, হাসিয়া ছলে॥
ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান, ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥

লহরে লহরে ছুটিছে গোলাব,
উঠিছে ফুয়ারা জ্বলিছে জল।
তাধিনি তাধিনি নাচিতেছে নটী,
গাযিছে মধুব গায়িকা দল॥
রাজপুবী মাঝে লেগেছে বাজাব,
বড় গুলজার্ সরস ঠাট।
রমণীতে বেচে বমণীতে কিনে
লেগেছে রমণী রূপেব হাট॥
কত বা সুন্দরী, রাজার দুলালী,
ওমবাহ জাযা, আমীর জাদী।
নয়নেতে জ্বালা, অধবেতে হাসি,
অঙ্গেতে ভূসণ মধুব-নাদী॥
হীবা মতি চুণি বসন-ভূষণ
কেহ বা বেচিছে কেনে বা কেউ।
কেহ বেচে কথা নযন ঠারিযে
কেহ কিনে হাসি রসেব ঢেউ॥
কেহ বলে সখি এ রতন বেচি
হেন মহাজন এখানে কই?
সুপুরুষ পেলে- আপনা বেচিয়ে
বিনামূলে কেনা হইয়া রই॥

কেহ বলে সখি পুরুষ দরিদ্র
কি দিযে কিনিবে রমণী মণি।
চারি কড়া দিয়ে পুরুষ কিনিয়ে
গৃহেতে বাঁধিয়ে রেখোলো ধনি ॥
পিঞ্জরেতে পুরি, খেতে দিও ছোলা,
সোহাগ শিকলি বাঁধিও পায।
অবোধ বিহঙ্গ পড়িবে আটক
তালি দিযে ধনি, নাচাযো তায ॥

২

এক চন্দ্রাননী, মরাল-গামিনী,
সে রসের হাটে ভ্রমিছে একা।
কিছু নাহি বেচে কিছু নাহি কিনে,
কাহাব(ও) সহিত না করে দেখা ॥
প্রভাত নক্ষত্র জিনিযা রূপসী,
দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে।
কাণ্ডারী বিহনে তরণী যেন বা
ভাসিযা বেড়ায় সাগবনীরে ॥
বাজাব দুলালী রাজপুতবালা
চিতোরসম্ভবা কমল কলি।
পতির আদেশে আসিযাছে হেথা,
সুখের বাজার দেখিবে বলি ॥

দেখে শুনে বামা সুখী না হইল—
বলে ছি ছি এ কি লেগেছে ঠাট।
কুলনারীগণে, বিকাইতে লাজ
বসিয়াছে ফেঁদে রসের হাট!
ফিরে যাই ঘরে কি করিব একা
এ রঙ্গ সাগরে সাঁতার দিয়ে?
এত বলি সতী ধীরি ধীরি ধীরি
নির্গমের দ্বারে গেল চলিয়ে॥
নির্গমের পথ অতি সে কুটিল,
পেঁচে পেঁচে ফিরে, না পায় দিশে।
হায় কি করিনু বলিয়ে কাঁদিল,
এখন বাহির হইব কিসে?
না জানি বাদশা কি কল করিল
ধরিতে পিঞ্জরে, কুলের নারী।
না পায় ফিরিতে নারে বাহিরিতে
নয়নকমলে বহিল বারি॥

৩

সহসা দেখিল, সমুখে সুন্দরী,
বিশাল উরস পুরুষ বীর।
রতনের মালা দুলিতেছে গলে
মাথায় রতন জ্বলিছে স্থির॥

যোড় করি কর, তারে বিনোদিনী
বলে মহাশয কর গো ত্রাণ।
না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে
দেখাইযে পথ, রাখ হে প্রাণ॥
বলে সে পুরুষ অমিয বচনে
আহা মবি হেন না দেখি রূপ।
এসো এসো ধনি আমাব সঙ্গেতে
আমি আকব্বব—ভাবত-ভূপ॥
সহস্র রমণী বাজাব ডুলালী
মম আজ্ঞাকাবী, চরণ সেবে।
তোমা সমা রূপে নহে কোন জন,
তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে॥
চল চল ধনি আমাব মন্দিরে
আজি খোষ বোজ সুখের দিন।
এ ভাবত ভূমে কি আছে কামনা
বলিও আমাবে, শোধিব ঋণ॥
এত বলি তবে রাজরাজপতি
বলে মোহিনীবে ধরিল করে।
যূথপতি বল সে ভুর্জবিটপে
টুটিল কঙ্কন তাহার ভরে॥

শুকাল বামার বদন নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননি।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে॥
ডাকে কালি কালি ভৈরবি করালি
কৌষিকি কপালি কর মা ত্রাণ।
অর্পণে অম্বিকে চামুণ্ডে চণ্ডিকে
বিপদে বালিকে হারায় প্রাণ॥
মানুষের সাধ্য নহে গো জননি
এ ঘোর বিপদে রক্ষিতে লাজ।
সমর-রঙ্গিণি অসুর-ঘাতিনি
এ অসুরে নাশি, বাঁচাও আজ॥

৪

বহুল পুণ্যেতে অনন্ত শূন্যেতে
দেখিল রমণী, জ্বলিছে আলো।
হাসিছে রূপসী নবীনা ষোড়শী
মৃগেন্দ্র বাহনে, মূরতি কালো॥
নরমুণ্ডমালা দুলিছে উরসে
বিজলি ঝলসে লোচন তিনে।
দেখা দিয়া মাতা দিতেছে অভয়
দেবতা সহায় সহায়হীনে॥

আকাশের পটে নগেন্দ্র-নন্দিনী
দেখিয়া যুবতী প্রফুল্ল মুখ।
হৃদি সরোবর পুলকে উছলে
সাহসে ভরিল, নারীর বুক ॥
তুলিয়া মস্তক গ্রীবা হেলাইল
দাঁড়াইল ধনী ভীষণ রাগে।
নয়নে অনল অধরেতে ঘৃণা
বলিতে লাগিল নৃপের আগে ॥
ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সম্রাট,
এই কি তোমার রাজধরম।
কুলবধূ ছলে গৃহেতে আনিয়া
বলে ধর তারে নাহি শরম ॥
বহু রাজ্য তুমি বলেতে লুটিলে,
বহু বীর নাশি বলাও বীর।
বীরপণা আজি দেখাতে এসেছ
রমণীর চক্ষে বহাযে নীর ?
পরবাহুবলে পররাজ্য হর,
পরনারী হর করিয়ে চুরি।
আজি নারী হাতে হারাবে জীবন
ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছুরি ॥

জয় মল্ল বীরে ছলেতে বধিলে
ছলেতে লুটিলে চারু চিতোর।
নারীপদাঘাতে আজি ঘুচাইব
তব বীরপণা, ধরম্ চোর।
এত বলি বামা হাত ছাড়াইল
বলেতে ধরিল রাজার অসি।
কাড়িয়া লইযা, অসি ঘুরাইযা,
মারিতে তুলিল, নবরূপসী॥
ধন্য ধন্য বলি রাজা বাখানিল
এমন কখন দেখিনে নারী।
মানিতেছি ঘাট ধন্য সতী তুমি
রাখ তরবারি, মানিনু হারি॥

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মান তুমি
পৃথিবী পতির বাড়িল যশ॥
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?

পৃথিবীতে যারে, তুমি দাও প্রাণ,
সেই প্রাণে বাঁচে, বলে হে সবে।
আজি পৃথ্বীনাথ আমার চরণে
প্রাণ ভিক্ষা লও, বাঁচিবে তবে॥

যোড়ো হাত দুটো, দাঁতে কর কুটো
করহ শপথ ভারতপ্রভু।
শপথ করহ হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥

তুমি না করিবে, রাজ্যেতে না দিবে
হইতে কখন এ হেন দোষ।
হিন্দুললনারে যে দিবে লাঞ্ছনা
তাহার উপরে করিবে রোষ॥

শপথ করিল, পরশিয়ে অসি,
নারী আজ্ঞামত ভারতপ্রভু।
আমার রাজ্যেতে হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥

বলে শুন ধনি হইয়াছি প্রীত
দেখিয়া তোমার সাহস বল।
যাহা ইচ্ছা তব মাগি লও সতি,
পূরাব বাসনা, ছাড়িয়া ছল॥

এই তরবারি দিনু হে তোমারে
হীরক খচিত ইহার কোষ।
বীরবালা তুমি তোমার সে যোগ্য
না রাখিও মনে আমার দোষ॥
আজি হতে তোমা ভগিনী বলিনু।
ভাই তব আমি ভাবিও মনে।
যা থাকে বাসনা মাগি লও বর
যা চাহিবে তাই দিব এখনে॥
তুষ্ট হয়ে সতী . বলে ভাই তুমি
সম্প্রীত হইনু তোমার ভাষে।
ভিক্ষা যদি দিবা দেখাইয়া দাও
নির্গমের পথ, যাইব বাসে॥
দেখাইল পথ, আপনি রাজন
বাহিরিল সতী, সে পুরী হতে।
সবে বল জয়, হিন্দুকন্যা জয়,
হিন্দুমতি থাক্ ধর্ম্মের পথে॥

৬

রাজপুরী মাঝে, কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার রসের ঠাট।
রমণীতে কেনে রমণীতে বেচে
লেগেছে রমণী রূপের হাট॥

ফুলের তোরণ ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥
নবমীর চাঁদ বরষে চন্দ্রিকা
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
ঝলসে কটাক্ষ হাসিয়া ছলে॥
এ হতে সুন্দর, রমণী ধরম,
আর্য্যনারী ধর্ম্ম, সতীত্ব ব্রত।
জয় আর্য্য নামে, আজ(ও) আর্য্যধামে
আর্য্যধর্ম্ম রাখে রমণী যত॥
জয় আর্য্যকন্যা, এ ভুবনে ধন্যা,
ভারতের আলো, ঘোর আঁধারে।
হায় কি কারণে, আর্য্যপুত্রগণে
আর্য্যের ধরম রাখিতে নারে॥

মন এবং সুখ।

১

এই মধুমাসে, মধুব বাতাসে,
শোন লো মধুব বাঁশী।
এই মধু বনে, শ্রীমধুসূদনে,
দেখলো সকলে আসি॥
মধুর সে গায, মধুব বাজায,
মধুব মধুব ভাষে।
মধুব আদবে, মধুব অধবে,
মধুর মধুব হাসে॥
মধুব শ্যামল, বদন কমল,
মধুব চাহনি তায।
কনক নূপুব, মধুকব যেন,
মধুব বাজিছে পায॥

মধুর ইঙ্গিতে, আমার সঙ্গেতে,
কহিল মধুর বাণী।
সে অবধি চিতে, মাধুরি হেরিতে,
ধৈরয নাহিক মানি ॥
এ সুখ রঙ্গেতে পরলো অঙ্গেতে
মধুর চিকণ বাস।
তুলি মধুফুল, পর কানে দুল,
পুরাও মনের আশ ॥
গাঁথি মধুমালা, পর গোপবালা
হাসলো মধুর হাসি।
চল যথা বাজে, যমুনার কূলে,
শ্যামের মোহন বাঁশী ॥

২

চল যথা বাজে, যমুনার কূলে
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী।
ধীরে ধীরে যথা, উঠিছে চাঁদনি,
স্থল জল পরকাশি ॥
ধীরে ধীরে যাই, চল ধীরে যাই,
ধীরে ধীরে ফেল পদ।
ধীরে ধীরে শুন, নাদিছে যমুনা,
কল কল গদ গদ ॥

ধীরে ধীরে জলে, রাজহংস চলে,
ধীরে ধীরে ভাঁসে ফুল।
ধীরে ধীরে বায়ু, বহিছে কাননে,
দোলায়ে আমার চুল ॥
ধীরে যাবি তথা, ধীরে কবি কথা,
রাখিবি দোঁহার মান।
ধীরে ধীরে তাঁর বাঁশীটী কাড়িবি,
ধীরেতে পুরিবি তান।
ধীরে শ্যাম নাম, বাশীতে বলিবি,
শুনিব কেমন বাজে।
ধীরে ধীরে চূড়া কাড়িয়ে পরিবি,
দেখিব কেমন সাজে ॥
ধীরে বনমালা, গলাতে দোলাবি,
দেখিব কেমন দোলে।
ধীরে ধীরে তার, মন করি চুরি,
লইয়া আসিবি চলে ॥
৩
শুন মোর মন মধুরে মধুরে,
জীবন বহিয়ে যায়।
ধীরে ধীরে ধীরে, সরল সুপথে,
নিজ গতি দেখ তায় ॥

এ সংসার ব্রজ, কৃষ্ণ তাহে সুখ,
মন তুমি ব্রজনারী।
নিতি নিতি তার, বংশীরব শুনি,
হতে চাও অভিসারী॥
যাও যাবে মন, কিন্তু দেখ যেন,
একাকী যেও না বঙ্গে।
মাধুর্য্য ধৈরয, সহচরী দুই,
রেখ আপনার সঙ্গে॥
ধীরে ধীবে ধীবে, কাল নদীতীবে,
ধবম কদম্ব তলে।
মধুব সুন্দব, সুখ নটবব,
ভজ মন কুতূহলে॥

জলে ফুল।

১

কে ভাসাল জলে তোরে কানন সুন্দরি।
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন বনে,
নাচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষোপরি?
কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী?

২

কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে?
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে?
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে।

৩

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তারা।
কিম্বা কাদম্বিনী গায, যেন বিহঙ্গিনী প্রায,
কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা;
কোথায চলেছ ধরি, তরঙ্গিণীধারা ?

৪

একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে!
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিযা বিকট হাসি,
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে ?
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল নদীজলে!

৫

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে।
কাল স্রোতে তোর(ই) মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে।

৬

শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল।
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে,ঘুরি আমি স্রোতে পড্যে,
আশার আবর্ত্ত বেড়ে, নাহি পাই কূল।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল।

৭

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে।

ভাই ভাই।

(সমবেত বাঙ্গালিদিগেব সভা দেখিযা)

১

এক বঙ্গভূমে জনম সবাব,
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানেব সঞ্চার,
এক দুঃখে সবে কবি হাহাকাব,
    ভাই ভাই সবে, কাঁদবে ভাই।
এক শোকে শীর্ণ সবাব শবীব,
এক শোকে বয, নযনেব নীর,
এক অপমানে সবে নত শির,
    অধম বাঙ্গালি মোবা সবাই ॥

২

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌবব,
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব,
বাঙ্গালির নামে কবৈ ছিছি রব,
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ।
কোমল করেতে ধব কমলিনী,
কোমল শয্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী,
কোমল শবীর, কোমল যামিনী
কোমল পিরীতি, কোমল স্নেহ॥

৩

শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকাব।
"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা দাও।"সাব
দেহি দেহি দেহ বল বার বার
না পেলে গালি দাও মিছামিছি।
দানেব অযোগ্য চাও তবু দান,
মানের অযোগ্য চাও তবু মান,
বাঁচিতে অযোগ্য, রাখ তবু প্রাণ,
ছিছি ছিছি ছিছি। ছি ছি ছি ছি ছি'

৪

কাব উপকার কবেছ সংসারে ?
কোন্ ইতিহাসে তব নাম কবে ?
কোন্ বৈজ্ঞানিক-বাঙ্গালিব ঘবে ?
　　কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয় ?
কোন্ বাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল ?
কোন্ মারাথনে ধরিযাছ ঢাল ?
এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল
　　অবণ্য, অবণ্য অরণ্যময ॥

৫

কে মিলাল আজি এ চাঁদের হাট ?
কে খুলিল আজি মনেব কপাট ?
পডাইব আজি এ দুঃখেব পাঠ,
　　শুন ছি ছি রব, বাঙ্গালি নামে,
যুবোপে মার্কিনে ছিছি ছিছি বলে,
শুন ছিছি রব, হিমালয় তলে,
শুন ছিছি রব, সমুদ্রের জলে,
　　স্বদেশে, বিদেশে, নগবে গ্রামে ॥

৬

কি কাজ বহিয়া এ ছার জীবনে,
কি কাজ রাখিয়া এ নাম ভুবনে,
কলঙ্ক থাকিতে কি ভয় মরণে ?
চল সবে মরি পশিয়া জলে।
গলে গলে ধরি, চল সবে মরি,
সারি সারি সারি, চল সবে মরি,
শীতল সলিলে এ জ্বালা পাশরি,
লুকাই এ নাম, সাগর তলে ॥

দুর্গোৎসব।*

বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গালা ধামে
কে তুমি ষোড়শী কন্যা, মৃগেন্দ্রবাহিনি?
চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি নাকি ভব দুর্গে,
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী ॥
মাটি দিয়ে গড়িয়াছি, কত গেল খড় কাছি,
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী।
গড়ে পিটে হলো খাড়া, বাজা ভাই ঢোলকাড়া,
কুমারের হাতে গড়া ঐ দীনতারিণী।
বাজা—ঠমকি ঠমকি ঠিকি, খিনিকি ঝিনিকি ঠিনি ॥

* এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে—ব্যাকরণের ত কথাই নাই।—লেখক।

২

কি সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে !
এদেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে ?
সন্তানে রাঙ্গতা দিলে আপনি তাই পরিলে,
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে ?
ভাবত রতন খনি, রতন কাঞ্চন মণি,
সেকালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে ?
বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা,
ছেঁড়া ধুতি বিপু করা, ছেলেব কপালে ?
তবে—বাজা ভাই ঢোল কাঁশি মধুব খেমটা তালে ॥

৩

কাবে মা এনেছ সঙ্গে, অনন্তরঙ্গিণি !
কি শোভা হয়েছে আজি, দেখরে সবাব।
আমি বেটা লক্ষীছাড়া, আমাব ঘরে লক্ষী খাড়া,
ঘবে হতে খাই তাড়া, ঘবখবচ নাই ॥
হযেছিল হাতে খড়ি, ছাপাব কাগজ পড়ি,
সবস্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বুঝি তাই ?
করো না মা বাড়াবাড়ি, তোমায আমায ছাড়াছাড়ি,
চড়েনা ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই।
তাক তাক ধিনাক ধিনাক বাজনা বাজাবে ভাই ॥

৪

দশভুজে দশাযুধ কেন মাতা ধব ?
কেন মাতা চাপিয়াছ সিংহটার ঘাড়ে ?
ছুবি দেখে ভয পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই,
ও সব রাখুক গিয়ে রামদীন পাঁড়ে।
সিংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয,
প্রাণ যেন খাবি খায, পাছে লাফ ছাড়ে,
আছে ঘবে বাঁধা গাই, চড়তে হয চড় তাই,
তাও কিছু ভয পাই পাছে সিঙ্গ নাড়ে।
সিংহ পৃষ্ঠে মেযেব পা। দেখে কাঁপি হাড়ে হাড়ে॥

৫

তোমাব বাপেব কাঁধে—নগেন্দ্রের ঘাড়ে
তুঙ্গ শৃঙ্গোপবে সিংহ—দেখ গিরিবালে।
শিমলা পাহাড়ে ধ্বজা, উড়ায কবিযা মজা,
পিতৃসহ বন্দী আছ, হর্য্যক্ষেব জালে।
তুমি যাবে কৃপাকব, সেই হয ভাগ্যধব—-
সিংহেরে চবণ দিযে কতই বাড়ালে।
জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে
আমি পূজে পাদপদ্ম পড়িনু আড়ালে।
রুটি মাখন খাব মাগো। আলোচাল ছাড়ালে।

৬

এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন,
সিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান।
ছুড়ুম ছুড়ুম ছুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম,
ছুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ।
ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া ধুতি, জলে ফেলে খুঙ্গী পুঁথি,
সাঁহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান।
লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্‌ে মটন খাই,
দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।
সোলা-টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান॥

৭

এনেছ মা বিঘ্ন-হরে কিসের কারণে?
বিঘ্নময় এ বাঙ্গালা, তাকি আছে মনে?
এনেছ মা শক্তিধরে, দেখি কত শক্তি ধরে?
মেরেছ মা বারে বারে দুষ্টাসুরগণে,
মেরেছে তারকাসুর, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর,
মার দেখি ক্ষুধাসুর, সমাজের রণে?
অসুরে করিয়া জের, মায়ে পোয়ে মার্‌লে ঢের,
মার দেখি এ অসুরে, ধরি ও চরণে॥
তখন—"কত নাচ গো রণে।"বাজাব প্রফুল্ল মনে॥

৮

তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে নারিনু,
কিসেব লাগিযে আন কাল বিষধবে ?
ঘরে পবে বিষধব, বিষে বঙ্গ জ্বব জ্বব,
আবার এ অজগব দেখাও কিস্কবে ?
হই মা পবেব দাস, বাঁধি আঁটি কেটে ঘাস,
নাহিক ছাডি নিশ্বাস কালসাপ ডবে।
নিতি নিতি অপমান, বিষে জ্বব জ্বর প্রাণ,
.কত বিষ কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধবে ;
বিষের জ্বালায সদা প্রাণ ছট ফট করে।

৯

দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গা পূজা এলো
পুঁতিযা কলাব তেড় সাজাও তোবণ।
বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমূল,
এবাব হৃদয খুলে পূজিব চবণ ॥
বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়ানাগবা গণ্ডগোল,
দেব ভাই পাঁটাব ঝোল, সোনাব ববণ ॥
ন্যায়রত্ন এসো সাজি, প্রতিপদ্দ হল আজি,
জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসাযে বোধন ?

১০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু—ছায়া রূপ ধবে।
কি পুথি পড়িলে বিপ্র। কাঁদিল হৃদয়!
সর্ব্বভূতে সেই ছাযা! হইল পবিত্র কায়া,
ঘুচিবে সংসার মাযা, যদি তাই হয়॥
আবার কি শুনি কথা! শক্তি নাকি যথা তথা?
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, শক্তি রূপে রয়?
বাঙ্গালি ভূতেব দেহ— শক্তি ত না দেখে কেহ,
ছিলে যদি শক্তি রূপে, কেন হলে লয?
আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ। জয মা চণ্ডীব জয।

১১

পবিল এ বঙ্গ বাসী, নূতন বসন,
জীবন্ত কুসুম সজ্জা, যেন বা ধরায।
কেহ বা আপনি পবে, কেহ বা পবায পবে,
যে যাহারে ভালবাসে, সে তাবে সাজায।
বাজাবেতে হুড়াহুড়ি, আপিসেতে তাড়াতাড়ি
লুচি মণ্ডা ছড়াছড়ি ভাত কেবা খায?
সুখের বড় বাডাবাড়ি, টাকাব বেলা ভাঁড়াভাঁড়ি
এই দশা ত সকল বাড়ী, দোষিব বা কায?
বর্ষে বর্ষে ভুগি মাগো, বড়ই টাকার দায!

১২

হাহাকার বঙ্গদেশে, টাঁকার জ্বালায়।
তুমি এলে শুভঙ্করি! বাড়ে আরো দায়।
কেন এসো কেন যাও, কেন চাল্ কলা খাও,
তোমার প্রসাদে যদি টাকা না কুলায়।
তুমি ধর্ম্ম তুমি অর্থ, তার বুঝি এই অর্থ,
তুমি মা টাকা রূপিণী, ধরম-টাকায়।
টাকা কাম, টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ
টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়।
টাকা ভক্তি টাকা মতি, টাকা মুক্তি, টাকা গতি,
নাজানি ভকতিস্তুতি, নমামি টাকায়?
হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি,
অন্তিমকালে পাই মা যেন রূপার চাকায়?

১৩

তুমিই বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন চক্র,
হে টাকে! ইহ জগতে তুমিই সুদর্শন।
শুন প্রভু রূপচাঁদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ,
ঘরে এসো সোনার চাঁদ, দাও দরশন॥
আমরি কি হেরি শোভা, ছেলে বুড়ার মনোলোভা,
হৃদে ধর বিবির মুণ্ড, লতায় বেষ্টন।

তব ঝন্ ঝন্ নাদে, হারিয়া বেহালা কাঁদে,
তম্বুরা মৃদঙ্গ বীণা কি ছাঁর বাদন।
পসিয়া মরম-মাঝে, নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে,
তাও ছার তুমি যদি কর ঝন্ ঝন্!
টাকা টাকা টাকা টাকা। বাক্‌ সতে এসোরে ধন।

১৪

তোর লাগি সর্ব্বত্যাগী, ওরে টাকা ধন।
জনমি বাঙ্গালী-কুলে, ভুলিনু ও রূপে।
তেয়াগিনু পিতা মাতা, শত্রু যে ভগিনী ভ্রাতা,
দেখি মারি জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ সঁপে।
বুঝিয়া টাকার মর্ম্ম, ত্যজেছি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম,
করেছি নরকে ঠাঁই, ঘোর কৃমিকূপে॥
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ।
অসুরনাশিনি চণ্ডি, আয় চণ্ডি রূপে।
এ অসুরে নাশ মাত। শুম্ভে নাশিলে যেরূপে।

১৫

এসো এসো জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী উমে।
হিসাব নিকাশ আমি, করি তব সঙ্গে।
আজি পূর্ণ বারমাস, পূর্ণ হলো কোন আশ?
আবার পূজিব তোমা, কিসের প্রসঙ্গে?

সেই ত কঠিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাঁটি,
সেই রৌদ্র সেই বৃষ্টি, পীড়িতেছে অঙ্গে।
কি জন্য গেল বা বর্ষ ? বাড়িয়াছে কোন হর্ষ ?
মিছামিছি আয়ুঃক্ষয়, কালের ভ্রূভঙ্গে।
বর্ষ কেন গণি তবে, কেন তুমি এস ভবে,
পিঞ্জর যন্ত্রণা সবে, বনের বিহঙ্গে ?
ভাঙ্গ মা দেহ-পিঞ্জর। উড়িব মনের রঙ্গে।

১৬

ওই শুন বাজিতেছে গুম্ গাম্ গুম্
ঢাক ঢোল কাড়া কাঁশি, নৌবত নাগরা।
প্রভাত সপ্তমী নিশী, নেযেছে শঙ্করী পিশী,
রাঁধিবে ভোগের রান্না, হাঁড়ি মাল্শা ভরা।
কাঁদি কাঁদি কেটে কলা, ভিজায়েছি ডাল ছোলা,
মোচা কুমড়া আলু বেগুন, আছে কাঁড়ি করা॥
আর মা চাও বা কি ? মট্‌কিভরা আছে ঘি,
মিহিদানা সীতাভোগ, লুচিমনোহরা।
আজ এ পাহাড়ে মেযের, ভাল কর্ব্যে পেট ভরা।

১৭

আর কি খাইবে মাতা ? ছাগলের মুণ্ড ?
রুধিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিরূপিণি।

তুমি গো মা জগন্মাতা, তুমি খাবে কার মাথা?
তুমি দেহ তুমি আত্মা, সংসারব্যাপিনি!
তুমি কাব কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার?
ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সর্ব্বসংহারিণি?
কবি তোমায কৃতাঞ্জলি, তুমি যদি চাও বলি,
বলি দিব সুখ দুঃখ, চিত্তবৃত্তি জিনি;
ছ্যাডাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং। নাচ গো বণরঙ্গিণি।

১৮

ছয বিপু বলি দিব, শক্তিব চবণে
ঐশিকী মানসী শক্তি। তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ি।
বলি ত দিযাছি সুখ, এখন বলি দিব দুখ,
শক্তিতে ইন্দ্রিয জিনি হইব বিজযী।
এ শক্তি দিতে কি পাব? ঠুসে তবে পাঁটা মার,
প্রণমামি মহামাযে তুমি ব্রহ্মমযী।
নৈলে তুমি মাটির ঢিপি, দশমীতে গলা টিপি,
তোমায ভাসিয়ে গাঁজা টিপি, সিদ্ধি রস্ত কই।
ঐটুকু মা ভাল দেখি, পূজি তোমায, মৃণ্ময়ি।

১৯

মন বোতলে ভক্তি-ধেনো রাখিয়াছি তাবা,
এঁটেছি সন্দেহ-ছিপি বিদ্যার থালাতে।

শিখিয়াছি লেখা পড়া, দেবতায় মেজাজ্ কড়া,
হইযাছি আধ পোড়া, সংসার জ্বালাতে।
সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিণীর নথনাড়া,
ঋণে কর্‌লে দেশ ছাড়া, পারি না পালাতে।
তাতে আবার তুমি এলে, টাকার হিসাব না করিলে,
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসাব লীলাতে ?
বোতলে এঁটেছি ছিপি। পাব কি তুমি খোলাতে ?

২০

কাজ নাই সে কথায় ;—পূজা কর সবে।
দেশেব উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পাবে ?
কব সবে গণ্ডগোল, দাও গোলে হবি বোল,
সাপুটি পাঁটাব ঝোল ফিরি দ্বারে দ্বারে—
যাত্রাব লেগেছে ধুম, ছেলে বুড়ার নাহি ঘুম,
দেখ না জ্বলিছে আলো বঙ্গেব সংসাবে।
দেখ না বাজনা বাজে, দেখ না রমণী সাজে,
কুসুমিত তরু যেন কাতাবে কাতারে।
তবু ত এনেছ সুখ মাতা বঙ্গ-কাবাগাবে।

২১

বর্ষে বর্ষে এসো মাগো, খাও লুচি পাঁটা,
ছোলা কলা কচু ঘেঁচু যা যোটে কপালে,

যে হলো দেশের দশা, নাই বড় সে ভরসা,
আস্‌ যে যাবে খাবে নেবে, সম্বৎসব কালে।
তুমি খাও কলা মূলো, তোমাব সন্তান গুলো,
মারিতেছে ব্রাণ্ডি পাণি, মুর্গী পালে পালে।
দীন কবি আমি মাতা, পাতিযা আঙ্গট পাতা,
তোমাব প্রসাদ খাই, ঘৃত আলো চালে॥
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে, প্রসীদ নগেন্দ্র বালে।

রাজার উপর রাজা।*

গাছ পুঁতিলাম ফলের আশায,
পেলাম কেবল কাঁটা।
সুখের আশায বিবাহ করিলাম
পেলাম কেবল ঝাঁটা॥
বাসের জন্য ঘর করিলাম
ঘর গেল পুড়ে।
বুড়া বযসের জন্য পুঁজি করিলাম
সব গেল উড়ে॥
চাকুরির জন্যে বিদ্যা করিলাম,
ঘটিল উমেদাবি।
যশের জন্য কীর্ত্তি করিলাম
ঘটিল টিটকারি॥

* যথার্থ "গদ্য পদ্য।" কেননা, পদ্যের কোন ছন্দ নাই।

স্থদের জন্য কর্জ দিলাম,
আসল গেল মাবা।
প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম,
শেষে কেঁদে সাবা॥
ধানেব জন্য মাঠ চসিলাম
হলো খড় কুটো।
পারের জন্য নৌকা করিলাম,
নৌকা হলো ফুটো॥
লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম,
সব লহনা বাকি।
সেটাম দিয়া আদালত করিলাম,
ডিক্রীব বেলায ফাঁকি॥
তবে আব কেন ভাই, বেড়াও ঘুবে,
বেড়ে ভবের হাট।
ঘুর্ণী জলে নৌকা যেমন, ঝড়েব কুটো,
জ্বলন্ত আগুণেব কাঠ॥
মুখে বল হবি নাম ভাই,
হৃদে ভাব হরি।
এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই,
এসো লাভে ঘর ভরি।

এক গুণেতে শত লাভ,
শত গুণে হাজার।
হাজারেতে লক্ষ লাভ,
ভারি ফেলাও কারবার্॥
ভাই বল হরি, হরি বোল,
ভাঙ্গ ভবের হাট '
বাজার উপর হওগে রাজা
লাট সাহেবের লাট॥

মেঘ।

আমি বৃষ্টি করিব না। কেন বৃষ্টি করিব? বৃষ্টি করিয়া আমার কি সুখ? বৃষ্টি করিলে তোমাদের সুখ আছে। তোমাদের সুখে আমার প্রয়োজন কি?

দেখ, আমার কি যন্ত্রণা নাই? এই দারুণ বিদ্যুদগ্নি আমি অহরহ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। আমার হৃদয়ে সেই সুহাসিনীর উদয় দেখিয়া তোমাদের চক্ষু আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শ মাত্রে তোমরা দগ্ধ হও। সেই অগ্নি আমি হৃদয়ে ধরি! আমি ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগুন হৃদয়ে করে?

দেখ, বায়ু আমাকে সর্ব্বদা অস্থির করিতেছে।

বায়ু দিগ্‌বিদিগ্‌ বোধ নাই, সকল দিক হইতে বহিতেছে। আমি যাই জলভারগুরু, তাই বায়ু আমাকে উড়াইতে পারে না।

তোমরা ভয় করিও না, আমি এখনই বৃষ্টি করিতেছি—পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। আমার পূজা দিও।

আমার গর্জ্জন অতি ভয়ানক—তোমরা ভয় পাইও না। আমি যখন মন্দগম্ভীর গর্জ্জন করি, বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া, শিখিকুলকে নাচাইয়া, মৃদু গম্ভীর গর্জ্জন করি, তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দার মালা দুলিয়া উঠে নন্দসূনুশীর্ষকে শিখিপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্ব্বতগুহায় মৃগরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। আর বৃত্র নিপাত কালে, বজ্র সহায় হইয়া যে গর্জ্জন করিয়াছিলাম সে গর্জ্জন শুনিতে চাহিও না—ভয় পাইবে।

বৃষ্টি করিব বৈকি? দেখ কত নবযূথিকা-দাম আমার জলকণার আশায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আছে। তাহাদিগের শুভ্র, সুবাসিত বদন মণ্ডলে স্বচ্ছ বারিনিষেক, আমি না করিলে কে করে?

বৃষ্টি করিব বৈকি? দেখ তটিনী-কূলের দেহের

এখনও পুষ্টি হয় নাই। তাহারা যে আমার প্রেবিত বাবিরাশি প্রাপ্ত হইয়া, পরিপূর্ণ হৃদযে, হাসিযা হাসিযা, নাচিয়া নাচিয়া, কল কল শব্দে উভয় কুল প্রতিহত কবিযা, অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হই-তেছে, ইহা দেখিযা কাহার না বর্ষিতে সাধ করে?

আমি বৃষ্টি কবিব না। দেখ, ঐ পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক, আমারই প্রেরিত বারি, নদী হইতে কলসী পূবিযা তুলিযা লইযা যাইতেছে, এবং "পোড়া দেবতা একটু ধবন কর না" বলিযা আমা-কেই গালি দিতেছে। আমি বৃষ্টি করিব না।

দেখ কৃষকেব ঘবে জল পড়িতেছে বলিয়া আমায গালি দিতেছে। নহিলে সে কৃষক কেন? আমাব জল না পাইলে তাহার চাস হইত না— আমি তাহাব জীবনদাতা। ভদ্র, আমি বৃষ্টি কবিব না।

সেই কথাটি মনে পড়িল,

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চাযং নদতি মধুরশ্চাতকস্তে সগব্বঃ

কালিদাসাদি যেখানে আমার স্তাবক সেখানে আমি বৃষ্টি কবিব না কেন?

আমার ভাষা শেলি বুঝিযাছিল। যখন বলি I bring fresh showers for the thirsting flowers, তখন সে গম্ভীরা বাণীর মর্ম্ম শেলি নহিলে কে বুঝিবে? কেন জান? সে আমাব মত হৃদযে বিদ্যু-দগ্নি বহে। প্রতিভাই তাহাব বিদ্যুৎ।

আমি অতি ভযঙ্কর। যখন অন্ধকাবে কৃষ্ণ-করাল রূপ ধাবণ করি, তখন আমার ভ্রূকুটি কে সহিতে পারে? এই আমাব হৃদযে কালাগ্নি বিদ্যুৎ তখন পলকে পলকে ঝলসিতে থাকে। আমাব নিঃশ্বাসে, স্থাবর, জঙ্গম উড়িতে থাকে, আমাব রবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

আবাব আমি কেমন মনোবম। যখন পশ্চিম গগনে, সন্ধ্যাকালে লোহিতভাস্কবাঙ্কে বিহাব কবিযা স্বর্ণতবঙ্গেব উপব স্বর্ণ-তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত কবি, তখন কে না আমায দেখিয়া ভুলে? জ্যোৎস্না-পবিপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আবোহণ করিযা কেমন মনোহব মূর্ত্তি ধরিযা আমি বিচরণ কবি। শুন পৃথিবীবাসিগণ। আমি বড় সুন্দব, তোমরা আমাকে সুন্দর বলিও।

আর একটা কথা আছে, তাহা বলা হইলেই,

আমি বৃষ্টি করিতে যাই। পৃথিবী-তলে একটী পরম গুণবতী কামিনী আছে, সে আমার মনোহরণ করিয়াছে। সে পর্ব্বত গুহায় বাস করে, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধ হয় আমায় ভাল বাসে। আমিও তাহার আলাপে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমরা কেহ সম্বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার?

বৃষ্টি।

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু, একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে, এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাতায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া,বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফাটিক হইয়া বাহির হইব। নদী-কূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া,মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু। ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতীর যত্ননির্ম্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই—সুষুপ্তসুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা

চালাইব—মনুষ্যেব বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদিব পুষ্টি কবিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমবা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু—আমাদের সমান কে? আমবাই সংসাব বাখি।

তবে আয, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনি! বৃষ্টিকুলপ্রসূতি! আয মা দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনি! সৌবতেজঃসংহাবিণি! এসো, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কব, আমবা নামি! এসো ভগিনি সুচাকহাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টিকুলমুখ আলো কব! আমবা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে, ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্ম্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমাব মত বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্ব্বোন্নতেব মস্তকেব উপব পড়িও। এই ক্ষুদ্র পবোপকাবী শস্যমধ্যে পড়িও না—আমবা তাহাদেব বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্ব্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ; পোড়াও ত ঐ উচ্চ দেবালযচূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদেব বড় ব্যথা।

দেখ,দেখ, আমাদের দেখিযা পৃথিবীর আহ্লাদ

দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইযা প্রণাম করিতেছে—চাসা চসিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ব লইযা পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা! দুই একখানা রেখে যা না—আমবা খাব। দে মাগিব কাপড় ভিজিযে দে।

আমবা জাতিতে জল; কিন্তু বঙ্গ বস জানি। লোকেব চাল ফুটা কবিযা ঘবে উকি মারি—দম্পতীর গৃহে ছাদ ফুটা করিযা টু দিই। যে পথে সুন্দর বৌ জলের কলসী লইযা যাইবে, সেই পথে পিছল কবিযা রাখি। মল্লিকার মধু ধুইযা লইযা গিযা, ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলাব মাখিযা দিযা যাই। বামী চাকবাণী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায তাহাব কাজ বাড়াইযা বাখি। ভণ্ড বামুনের জন্য আচমনীয যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম পাত্র! তোমরা সবাই বল—আমরা রসিক।

তা যাক্—আমাদেব বল দেখ। দেখ পর্ব্বত কন্দর, দেশ প্রদেশ, ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্ম্মাণ করির। বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিনীকে,

কূলপ্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী অনন্ত-তরঙ্গিণী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব —অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান কে।

খদ্যোত।

খদ্যোত যে কেন আমাদিগের উপহাসের স্থল তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বোধ হয় চন্দ্র সূর্য্যাদি বৃহৎ আলোকাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনাকির এত অপমান। যেখানেই অল্পগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস করিতে হইবে, সেই খানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে, জোনাকির অল্প হউক অধিক হউক কিছু আলো আছে—কই আমাদের ত কিছুই নাই। এই অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ আলো করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দুস্তরে, প্রান্তরে,

দুর্দ্দিনে, বিপদে, বিপাকে, বলিযাছে, এস ভাই, চল চল, ঐ দেখ আলো জ্বলিতেছে,চল ঐ আলো দেখিযা পথ চল ? অন্ধকার। এ পৃথিবী ভাই বড অন্ধকাব। পথ চলিতে পারি না। যখন চন্দ্র সূর্য্য থাকে,তখন পথ চলি—নহিলে পাবি না। তাবাগণ আকাশে উঠিযা, কিছু আলো কবে বটে, কিন্তু দুর্দ্দিনে ত তাহাদেব দেখিতে পাই না। চন্দ্রসূর্য্যও সুদিনে—দুর্দ্দিনে, দুঃসমযে, যখন মেঘেব ঘটা, বিদ্যুতেব ছটা, একে বাত্রি, তাহাতে ঘোব বর্ষা, তখন কেহ না। মনুষ্যনির্ম্মিত যন্ত্রেব ন্যায তাহারাও বলে—"*Hora non numero nisi serenas*" ! কেবল তুমি খদ্যোত,—ক্ষুদ্র, হীনভাস, ঘৃণিত, সহজে হন্য, সর্ব্বদা হত—তুমিই সেই অন্ধকাব দুর্দ্দিনে বর্ষাবৃষ্টিতে দেখা দাও। তুমিই অন্ধকাবে আলো। আমি তোমাকে ভাল বাসি।

আমি তোমায় ভাল বাসি, কেন না, তোমাব অল্প, অতি অল্প, আলো আছে—আমিও মনে জানি আমারও অল্প, অতি অল্প, আলো আছে—তুমিও অন্ধকাবে,আমিও ভাই, ঘোব অন্ধকাবে। অন্ধকারে সুখ নাই কি ? তুমিও অনেক অন্ধকারে বেড়াইয়াছ

—তুমি বল দেখি ? যখন নিশীথমেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা হইতেছে ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে ; চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের নীলিমা নাই, পৃথিবীর দীপ নাই—প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্য্যন্ত নাই—কেবল অন্ধকার, অন্ধকার। কেবল অন্ধকার আছে—আর তুমি আছ—তখন,বল দেখি, অন্ধকারে কি সুখ নাই ? সেই তপ্ত রৌদ্রপ্রদীপ্ত কর্কশ স্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান অসহ্য সংসারের পরিবর্ত্তে, সংসার আর তুমি। জগতে অন্ধকার ; আর মুদিত কামিনীকুসুম জলনিষেক-তরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি। বল দেখি ভাই সুখ আছে কি না ?

আমি ত বলি আছে। নহিলে কি সাহসে, তুমি ঐ বন্যান্ধকারে, আমি এই সামাজিক অন্ধকারে এই ঘোর দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতাম ? আছে—অন্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে। কেহ দেখিবে না—অন্ধকারে তুমি জ্বলিবে—আর অন্ধকারে আমি জ্বলিব ; অনেক জ্বালায় জ্বলিব। জীবনের তাৎপর্য্য বুঝিতে অতি কঠিন—অতি গূঢ়, অতি ভয়ঙ্কর—ক্ষুদ্র হইযা

তুমি কেন জ্বল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন জ্বলি? তুমি তা ভাব কি? আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি সুখী। আমি ভাবি—আমি অসুখী। তুমিও কীট—আমিও কীট, ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট—তুমি সুখী,—কোন পাপে আমি অসুখী? তুমি ভাব কি? তুমি কেন জগৎসবিতা সূর্য্য হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে সুধাকর, কেন তাই হইলে না—কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা,—কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, ভাব কি? যিনি, এ সকলকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমায় সৃজন করিয়াছেন, যিনিই উহাদিগকে আলোক দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন—তিনি একের বেলা বড়ছাঁদে—অন্যের বেলা ছোট ছাঁদে, গড়িলেন কেন? অন্ধকারে, এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছু পাইয়াছ কি?

তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, যে বিধাতা তোমায় আমায় কেবল অন্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো একই—তোমার আলো ও সূর্য্যের—উভয়ই জগ-

দীশ্বরপ্রেরিত—তবে তুমি কেবল বর্ষাব রাত্রের জন্য ; আমি কেবল বর্ষাব রাত্রের জন্য। এসো কাঁদি।

এসো কাঁদি,—বর্ষার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ কেন? আলোকময়,নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত, চন্দ্রেব জন্য, সুখীব জন্য, নিশ্চিন্তেব জন্য : —বর্ষা তোমার জন্য, দুঃখীর জন্য, আমাব জন্য। সেই জন্য কাঁদিতে চাহিতেছিলাম—কিন্তু কাঁদিব না। যিনি তোমাব আমাব জন্য এই সংসাব অন্ধকাবময় কবিযাছেন, কাঁদিযা তাঁহাকে দোষ দিব না। যদি অন্ধকাবেব সঙ্গে তোমার আমার নিত্য সম্বন্ধই তাঁহাব ইচ্ছা,আইস অন্ধকাবই ভাল বাসি। আইস, নবীন নীল কাদম্বিনী দেখিযা, এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের কবাল ছাযা অনুভূত কবি ; মেঘগর্জ্জন শুনিয়া, সর্ব্বধ্বংসকাবী কালেব অবিশ্রান্ত গর্জ্জন স্মরণ করি ;—বিদ্যুদ্দাম দেখিযা, কালেব কটাক্ষ মনে করি। মনে কবি, এই সংসাব ভযঙ্কব ক্ষণিক,—তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ষাব জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলাম ; কাঁদিবাবকথা

নাই। আইস নীরবে, জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে, সকল সহ্য করি।

নহিলে, আইস, মরি। তুমি দীপালোক বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর,আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জ্বল মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মরি। দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি না—আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে,তাহা জানি। এ আলোকে কতবার ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম, কতবার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি আমি জানি। জ্যোতিষ্মান্ হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ; কিন্তু হায়। আমরা খদ্যোত। এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না। কাজ নাই। তুমি ঐ বকুলকুঞ্জকিসলয়-কৃত অন্ধকার মধ্যে,তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

মনুষ্য খদ্যোত।

বাল্যরচনা ।

বাল্যরচনা।

[এই কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারীতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই। তাহার পর আর এ সকল পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি নাই, এখনও আমার এমন বিবেচনা হয় না, যে ইহা পুনর্মুদ্রিত করা বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ লিখিয়াছিলাম, তাহা দেখাইয়া বাহাদুরী করিবার ভরসা কিছু মাত্র নাই, কেন না অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে। যাহা অপাঠ্য তাহা বালকপ্রণীত হউক বা বৃদ্ধপ্রণীত হউক তুল্যরূপে পরিহার্য্য। অতএব, কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া "ললিতা" নামক কাব্যখানি পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। মানসনামক কাব্যখানিতে পরিবর্ত্তন বড় সহজ নহে এজন্য সে চেষ্টা করিলাম না। তথাপি সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।]

ললিতা।

ভৌতিক গল্প।

'O Love ! in such a wilderness as this
Where transport with security entwine
Here is the Empire of thy perfect bliss
And here art thou a God indeed divine
Gertrude of Wyoming

But mortal pleasure, what art thou in truth !
The torrents' smoothness ere it dash below
Ibid

প্রথম সর্গ।

১

মহাবণ্যে অন্ধকার, গভীর নিশায়
নির্ম্মল আকাশ নীলে শশী ভেসে যায়।

কাননের পাতা ছাদ, নাচে শশী করে।
পবন দোলায় তায় সুমধুর স্বরে ॥
নীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার, মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি ॥
ভীম তরু শাখা যথা পড়িয়াছে জলে,
কল কল করি বারি সুরবে উছলে ॥
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি, যেন বা স্বপন।
কলিকাস্তবকর্ময় ক্ষুদ্র তরুগণ ॥
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধরকর,
স্থানে স্থানে পড়িযাছে, নীল জলোপর ॥
ঘোর স্তব্ধ নদীতটে, শুধু ক্ষণে ক্ষণে,
কোন কীট যায আসে নাড়া দিয়ে বনে ॥
শুধু অন্ধকার মাঝে, অলক্ষ্য শরীর।
কোন হিংস্র পশু ছাড়ে, নিশ্বাস গভীর ॥
অসংখ্য পত্রের শুধু, ভীষণ মর্ম্মর।
আর শুধু শুনি এক, সঙ্গীতের স্বর ॥
গভীর সঙ্গীত সেই! ভাসে নদী দিযে।
ভাঙ্গিল গভীর স্তব্ধ স্বরে শিহরিয়ে--
কথন কোমল স্থির করুণার স্বরে,
যেন কোন বিরহিণী কেঁদে কেঁদে মরে ॥
শুনিয়ে তা মনে হয়, ঈষৎ আভাস,
যেন কত সুখ স্বপ্ন, হযেছে বিনাশ,
কি কারণে দুঃখোদয কিসের স্মরণে,
কিছুই বুঝি না তবু, উচাটন মনে ॥

ফুলিয়ে উঠিছে ধ্বনি, স্থির শূন্য কেটে।*
ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে॥
ছেঁড়ে হৃদয়ের ডোর গভীর যাতনে।
ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মিশি গান সনে॥
আরে যদি সঙ্গীতের দেহ দেখা পাই।
যতনেতে আলিঙ্গিয়া, মোহে মরে যাই॥

২

নদীতীরে বৃক্ষ নাহি ছিল এক স্থানে।
দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকর জ্বলিছে সেখানে॥
ছোট গাছে তারামত ফুল্ল পুষ্পদলে।
স্থির তার প্রতিরূপ স্থির নদীজলে॥
সুখ স্বপ্নে যেন তারা, নিদ্রাভরে হাসে।
গগন গুমুরে মরে, সুখময় বাসে॥
সেই স্থানে বসি এক নারী একাকিনী।
ফুলহীন বনে যেন স্থলকমলিনী॥
মিশেছে সে চন্দ্রিকায়, ভাবে তায় চিত্ত
শুধু সে স্বপ্নের ছায়া, অসত্য অনিত্য॥
যৌবন আশার সম ফুল্ল রূপ তার।
দেখিয়া ফিরালে আঁখি, দেখি ফিরে বার॥
স্থিরা ধীরা সুকোমলা বিমলা অবলা।
সবে নব পুরিতেছে যৌবনের কলা॥
মোহন সঙ্গীতে মন বেঁধেছে যতনে।
প্রেম যেন শুনিতেছে আশার বচনে॥

বদনে ললিত রেখা কত হয়ে যায়।
রক্তিম নীরদ যেন শারদ সন্ধ্যায়॥
গলিল নয়নপদ্ম, মগ্ন তার মন,
প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন,
সকলি করেছে যেন গীতে সমর্পণ॥
কোথা হতে আসে সেই সুমধুর গান ?
কেন তাতে এত আশা ? কে হরিল প্রাণ ?

৩।

ললিতা তাহার নাম—রাজার নন্দিনী।
জননী না ছিল তার, বিমাতা বাঘিনী।
রাজা বড় নিষ্ঠুর সতত দেয় জ্বালা,
গোপনে কতই কাঁদে মাতৃহীনা বালা।
দুর্জ্জনের সাতে তার বিবাহ সম্বন্ধ—
শুনে কেঁদে কেঁদে তার, চক্ষু যেন অন্ধ।
মন্মথ নামেতে যুবা, সুঠাম সুন্দর,
বচনে অমিয় ক্ষরে নারীমনোহর।
মোহিল ললিতাচিত তার দরশনে।
গোপনে বিবাহ হৈল মিলিল দুজনে।
জানিল বিবাহ বার্ত্তা দুরন্ত রাজন।
কন্যারে ডাকিয়া বলে পরুষ বচন॥
এ পুরী আঁধার কেন কর কলঙ্কিনী।
শীঘ্র যাও দেশান্তরে না হতে যামিনী।
কাল যদি দেখি তোরে, বধিব পরাণ।

ভয়ে বালা সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান।
মন্মথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায়।
ভয়ে ভীত দুই জনে নদী বেয়ে যায়॥
পথিমধ্যে দস্যুদল আসিয়া বেড়িল।
ললিতারে কাড়ি লয়ে বনে প্রবেশিল॥
অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল তারে।
ললিতা একাকী ফিরে নদী ধারে ধারে।
কোথায় মন্মথ গেল, তরি কোন ভিতে।
রজনী গভীরা তবু ভয় নাই চিতে॥
এমন সময়ে শোনে সঙ্গীতের ধ্বনি।
মন্মথ গাইছে গীত বুঝিল অমনি॥
বুঝিল সঙ্কেত করে সেই প্রিয় জন,
নদীতীরে চন্দ্রালোকে বসিল তখন॥
তীরেতে লাগিল তরি অতিক্রুত হয়ে।
দেখিতে দেখিতে দুয়ে দুয়ের হৃদয়ে॥
কতই আদর করে, পেয়ে সোহাগিনী।
কতই রোদন করে কাতরা কামিনী॥

১

তখন ললিতা কয়, "আর জ্বালা নাহি সয়,
পড়িয়া দস্যুর হাতে, যে দুঃখ হে পেয়েছি।
কাড়ি নিল অলঙ্কার, লাঞ্ছনা কত আমার,
তীরে তীরে কেঁদে কেঁদে এতদূর এয়েছি॥

দেখা হবে তব সাথ, হেন নাহি জানি নাথ,
দয়া করি কালী আজি রেখেছেন চরণে।'
পতি বলে "শুন প্রিয়ে, তোমা ধনে হারাইয়ে,
মরিব বলিয়ে আজি, প্রবেশিনু কাননে
দেখিলাম দুই ধার, মহারণ্যে অন্ধকার,
নীরবে নিশ্মলা নদী, তার মাঝে বহিছে।
ভীষণ বিজন স্তব্ধ, নাহি জীব নাহি শব্দ,
তরুদলে ঢুলে জলে, ঘুমাইয়া রহিছে॥
যে স্থির অরণ্য নদী যেন বা সৃজনাবধি,
কোন জীব কোন কীট, তথা নাহি নড়েছে।
প্রথমে যে ছিল যথা, এখনও রয়েছে তথা,
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সর্ব্বস্থানে পড়েছে।
ভয়েতে গগন পানে, চাহিলে ভুলিনু প্রাণে,
বিমল সুনীলাকাশে, শশী হেসে যেতেছে।
ভাবিলাম প্রকৃতির, সকলি গভীর স্থির,
শুধু এ হৃদয় কেন, এত দুঃখ পেতেছে।
মরি যদি পারিতাম, গোলে জল হইতাম,
এ স্থির সলিলে মিশে, হৃদয় ঘুমাইত।
তথা রিপু চিন্তাহীন, রহিতাম চিরদিন,
ললিতার দুঃখ তবে, কিসে হৃদে আইত॥

৫

'ভাবি এ প্রকার, ছাড়িতে হুঙ্কার,
কাঁপিল কানন স্তব্ধ।

শিহবি অন্তরে, কি জানি কি ডরে,
কাঁপে হৃদি শুনি শব্দ ॥
হুতাশ নাশিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে,
গাযিলাম দুখ যত।
বাজাইযা তায়, মরি লো তোমায়,
সঙ্কেত কবেছি কত।
একবাব যাই, মুবলী বাজাই,
আপনি নয়ন ঝোবে।
গলে হৃদি দুখে, এক মাত্র সুখে,
বাঁশী কি মোহিল মোবে।
গাই পরক্ষণে, দেখি নিশাবনে,
একাকিনী রূপবতী।
হযে চমকিত, তবি এই ভীত,
লইলাম শীঘ্রগতি ॥
কে জানে কেমনে, আশা এলো মনে,
আমাবি ললিতা হবে।
কত ভাগ্য ধনি, পাই হারা মণি,
আব ছাড়া নাহি হবে?”

৬

ললিতা।

“নারে প্রাণ নাবে, আর হে তোমাবে,
আঁখি ছাড়া কবিব না।

বহিব ভূজনে, গোপনে কাননে,
দেখিবে না কোনজনা ॥
কাজ নাই দেশে, তথা শুধু দ্বেষে,
হেন প্রেম নাশ কবে।
গঞ্জন যন্ত্রণা, কলঙ্ক বটনা,
মিলন না হয় ডরে ॥
যেখানে প্রণয়, হৃদয়ে না বয়,
যেখানে তোমা না পাই।
সে দেশ কি দেশ, সে গৃহে বিদ্বেব,
কখন যেন না যাই ॥
এখানে মন্মথ, প্রণয়েব পথ
কলঙ্কের কাঁটা হীন।
হেরি তব মুখে, নিবমল সুখে,
স্বর্গ সুখে হব লীন ॥
জ্বালা পৃথিবীর, সব হবে স্থির,
শুধু সুখময় ময়।
লইয়ে মন্মথ, যাহা মনোমত,
কবিব সকলক্ষণ ॥”

মন্মথ।

“হে বিধি হে বিধি, কব কব বিধি,
এই কপালে আমার।
বল তাব চেয়ে, স্বর্গপদ পেযে,
কি সুখ আছে হে আর ॥

বিচ্ছেদ যাতনা, দিব না দিব না,
একজনমে প্রেয়সীরে।
কাল পূর্ণ হলে, সুখে তব কোলে,
মরে যাব ধীরে ধীরে॥"

দ্বিতীয় সর্গ।

১

মরি প্রেম যার মনে, সে কি চায় রাজাধনে,
প্রিয়মুখ ত্রিসংসার তার।
হৃদে তার যে রতন, আলো করে ত্রিভুবন,
অন্য মণি নিরাশ বিভার॥
এক মোহে সদা মত্ত, না জানে আপনি মর্ত্ত
যাহা দেখে তাই প্রেমাকুল।
রবি শশী তারাকাশ পয়োদ পবনশ্বাস,
সাগর শিখর বনফুল।
যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদা কর্ণে গান করে,
কি মধুর শব্দহীন ভাষা।
হেরিয়ে সামান্য কলি, নয়ন সলিলে গলি,
উছলে অন্তরে ভালবাসা॥

প্রেমে যার মন বাঁধা, না পারে দিবারে বাধা,
সমুদ্র শিখর নদী বনে।
তবে যদি করে বিধি, চির বিরহের বিধি,
তবু স্বর্গ মনের মিলনে॥
কলঙ্ক বিপদ ক্লেশ, ঝটিকাব ধরি বেশ,
শিবোপরি গরজয়ে যত।
আশ্রয় করিয়া আশা, প্রণয়ীতে ভালবাসা,
প্রণয়ীব প্রাণে বাড়ে তত॥
জ্বালা সয় নিরবধি, সেও ভাল পায় যদি,
একবাব আঁখিব মিলন।
দুখেব গভীর বনে, সেই স্বপ্নে সুখ মনে,
প্রেম রীতি কে জানে কেমন॥

২

চলিল চরণে চন্দ্রবদনী।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে মন্দচরণী॥
উষাব প্রখর তারকা ধনী।
চলিল গজেন্দ্রগামিনী॥
উভয়ে মবেছে হৃদি যাতনে।
উভয়ে পেয়েছে প্রাণ রতনে।
কাঁধে কাঁধে ধবি চলে কাননে।
গভীব নীবব যামিনী।

শিরোপরে শাখা বিনান ঘন।
আসিবে কেমনে শশিকিরণ।
তরল তিমির ভীষণ বন।
দেখিয়া শিহরে কামিনী॥

আঁধার আকাশে নক্ষত্রাবলি।
তেমনি কাননে কুসুম কলি।
আমোদে হৃদয়ে যেতেছে গলি।
সে নব নীরদ দামিনী॥

ভীষণ তিমিরে ভীষণ স্থির।
মাঝে মাঝে খসে পত্র শাখীর।
ধীরে ধীরে ঝরে নির্ঝর নীর।
আঁধারে নিরখে রঙ্গিণী॥

লাগিয়া নির্ঝরে ঈষৎ আলো।
দেখে ফুলময় সে জল কালো।
আঁধারে কুসুম পরশে গাল।
শিহরে সরোজ অঙ্গিনী॥

যেতে পতি সনে চন্দ্রবদনী
মরি কি সঙ্গীত শুনিল ধনি।
ললিত মোহন গভীর ধ্বনি।
নির্ঝর নিনাদ সঙ্গিনী॥

নীরব কানন উঠে শিহরি।
শিহরে দুজনে দুজনে ধরি।
হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথিল মরি।
বাঁধিল মনঃকুরঙ্গিণী॥

৩

স্তব্ধ বনে অন্ধকারে, ভেসে ভেসে চারিধারে
মোহে তার দুইজনে, আপনাকে ভুলিল।
দুজনার মুখ চেয়ে, দুজনারে বুকে পেয়ে,
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলিল॥
জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধ্বনি হেন,
এ ধ্বনি দেবের যেন, চল দেখি যাইয়ে।
আমরি। কহিছে ধনী, শুনি নাই হেন ধ্বনি,
হরিল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে॥
বনমাঝে যায় যত, ধ্বনি সুনিকট তত,
দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক ঘেরেছে।
স্থির শোভা কিবা তার, বুঝি প্রেম আপনার
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে॥

৪

এ কুঞ্জ হইতে যেন আসিছে সঙ্গীত।
হেন ভাবি দুই জনে আইল ত্বরিত॥
নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সে ধ্বনি।
কানন পূর্ব্বের মত নীরব অমনি॥
আশ্চর্য্য হইয়া দোঁহে রহিলেক স্থির।
দেখিতেছে শোভা কুঞ্জ গগন শশীর॥
কেহ নাই বন কিম্বা গগন ভিতর।
তথাপি কেমনে এলো এ মধুর স্বর॥

ললিতার জ্ঞান হলো প্রবেশ সময়।
যেন কোন স্বপ্ন দৃষ্ট মত শোভাময়
দুই মনোরম রূপ নারী নরাকারে,
দেখিল চকিত মত নিকুঞ্জের ধারে॥
মন্মথ মোহিনী প্রতি কহিছে হে প্রিয়ে।
দেখি কালিকার দিন এখানে রহিয়ে॥
আজিকার মত যদি কালিকায় হবে।
দেব কি মানব যক্ষ জানা যাবে তবে॥
আজিকার মত এসো রই এই স্থানে।
এমন মোহন স্থান পাবে কোন খানে॥

৫

মোহিনী মন্মথ সনে মনোমত স্থলে।
এমন যামিনী যাপে এমন বিরলে॥
এমন বিপদহীন বিজন কানন।
এমন বিরল প্রেম গভীর এমন॥
কে জানে সে সত্য কি না স্বপন নিশার।
বনে এলে কে জানিত হেন হবে তার॥
রবে না এমন সুখ মানব কপালে।
ভাবিয়ে বিচল চিত্ত এ সুখের কালে॥
এই ভয় মনোমাঝে হয় আর যায়।
যেন কোন মেঘ-ছায়া পড়িছে ধরায়॥
এই মত গেল নিশি নিকুঞ্জ মন্দিরে।
সে দিন কাটালে সুখে নিশি এলো ফিরে॥

৬

কাননে যামিনী পরকাশে, নিরমল নীলে শশী ভাসে।
নিশীতে নিদ্রিত বন, নিদ্রা যায মেঘগণ,
নিদ্রা যায় বাতাস আকাশে ॥
উঠিল নীরবে আচম্বিত, প্রেমময় ললিত সঙ্গীত।
স্থির শূন্যে ভেসে যায়, গগন গহন তায়,
শিহরিছে পুলক পূরিত ॥
যেন কেহ বিরহের জ্বরে, প্রেমময়ী পরশে শিহরে।
নাথ হৃদে ছিল ধনী, গলিল শুনিয়ে ধ্বনি,
মোহে মিশে প্রাণে প্রাণেশ্বরে ॥
গভীর নিশ্বাসে থামে গান, অবকাশে তারা পায় জ্ঞান।
জানিল সে কালিকার, সেই ধ্বনি পুনর্ব্বার,
হেথা হতে গেছে অন্য স্থান ॥
প্রেয়সীরে কহিছে মন্মথ, ধ্বনি যে জুড়ায় শ্রুতিপথ।
এখানে গেয়েছে কাল কামিনি লো কি কপাল।
আজ ধ্বনি অন্য স্থান গত।
আজি গীত গাইছে যথায়, চল মোরা যাইব তথায়।
কে গায় কিসের তরে, কেন গায় স্থানান্তরে,
কবি চল যাহে জানা যায় ॥
নাথ সনে লক্ষ্য করি ধ্বনি, চলে বনে শশাঙ্ক বদনী।
ঘন গাঁথা তরুদলে, ঘন তম তার তলে,
ভয়ঙ্কর নীরব কেমনি ॥

পূর্ব্বমত নিকুঞ্জ মণ্ডলে, আসিল সে প্রেমিক যুগলে।
পূর্ব্বমত সপ্নসম, • দুইরূপ নিরুপম,
যথা হইতে দ্রুত গেল চলে॥

৭

কাঁপিয়ে বিষম ভয়ে বলে তাঁরে বিধি।
এমন সুখেতে কেন হেন কর বিধি॥
পৃথিবীতে কোন স্থানে সুখের কি নয়?
কানন বাসেও কি গো বিপদ নিশ্চয়॥
দেবতা কুপিত বলি দুজনাতে ভীত।
কি হবে তৃতীয় রাত্রে দেখিতে চিন্তিত॥
তৃতীয় নিশীথে গীত আর এক স্থানে।
পূর্ব্বমত তথা গিয়া ভয়ে মরে প্রাণে॥
সেই মত পেলে ভয় চতুর্থ রজনী।
পঞ্চম রজনীযোগে কোথায় সে ধ্বনি?

৮

তমিস্রা পঞ্চমনিশা, গগন মণ্ডলে।
ভীষণ আঁধার বসি, ঘন বনতলে॥
নীরব নিষ্পন্দ তম সঙ্গীতের আশে।
সময় হইল তবু, সে ধ্বনি না আসে॥
বিকট আননে ভয়, ঘুমায় কাননে।
দেখে স্তব্ধ স্পন্দহীন, যত তরুগণে—•

পাপঅন্ধ-তিমিবময়, যেন কাব মন,
নীরবে করাল কার্য্য, করিছে কল্পন ॥
শুধু শুষ্ক পাতা খসি, মাঝে মাঝে পড়ে।
যথা পড়ে তথা পচে, নাহি আর নড়ে ॥
পাইয়া অলক্ষ্য লক্ষ্য, কুসুমেব বাস।
আমোদে আঁধাব দেহ, না ছাড়ে নিশ্বাস ॥
পত্র-চন্দ্রাতপ তলে, ক্ষুদ্র খাল চলে।
নাহি দেখা যায় ভাল, নাহি শব্দ জলে ॥
ঘুমায় পড়িয়ে জলে, পুষ্পবৃক্ষাবলী।
আঁধাবে কলিকাগুচ্ছ, নিবখি কেবলি ॥
নিববে ঝরিয়া ফুল স্তব্ধে ভেসে যায়।
পতিহীনা বিরহীব, প্রেম আশা প্রায় ॥
শুষ্ক ফল খসি জলে পড়ে একবাব।
অমনি চমকে বুক, মন্মথ বামাব ॥
অন্ধকাব মাঝে আলো ডুবেব বদন।
ববষাব শশী যেন, মেঘে আচ্ছাদন ॥
ভীম স্তব্ধে ভযে ভীত, বসি তাবা তথা।
উড়ু উড়ু কবে প্রাণ, নাহি স্ববে কথা ॥
ভাবে আজি কেন, এত কাঁদিছে অন্তব।
বলিতে বলিতে নাবে, হৃদি গবগব ॥
সুখেব কাননে আজি, কেন কাল ভাব।
ভীষণ স্বপন যেন, দেখিছে স্বভাব ॥
আপনি নয়ন কেন, ঝরে অকারণ।
বুঝি আজি ছেড়ে যাবে, জীবন বতন ॥

হৃদে ধরি পরস্পরে মুখপানে চায়।
কেঁদে যেন কি বলিবে, বলিতে না পায়॥
ললিতা লুকাল মাথা, প্রাণনাথ কোলে।
কাঁদিয়ে মুছায় পতি, প্রিয়া আঁখি জলে॥

৯

এখনো এলো না কেন সঙ্গীতের ধ্বনি।
ভীষণ নীরব। হারে। আছে কি ধরণী?
অকস্মাৎ কোথা হয গভীর গর্জ্জন।
কাঁপিল গভীর বন কাঁপিল ভুজন॥
অদ্ভুত নিনাদ উড়ে যায় বন দিযে।
অন্ধকার ভীমতর হইল আসিযে॥
ভীমতর নাদে যেন কাঁপে নভ হৃদি।
কাঁদিযা উঠিল দোঁহে, "হা বিধি। হা বিধি।"

১০

গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ॥

ঘোবতর চীৎকার, লক্ষ লক্ষ অনিবাব,
মানুষ চিবায় ভূতগণে।
সমুদ্র সমান সোরে, ববিষা আছাড়ে জোবে,
বেগে রেগে গর্জ্জে বায়ুসনে॥
উপবি উপবি ধ্বনি, আছাড়ে সহস্রাশনি,
খণ্ডে খণ্ডে ছেঁড়ে বা গগন।
বিদাবিষে বিটপীরে, বজ্রাগ্নি পোড়ায় শিবে,
কাঁদে যত সিংহ ব্যাঘ্রগণ॥

১১

ভীষণ নীবব। যেন মবেছে ধবণী।
হে ধাতঃ কাঁপালো স্তব্ধ আবাব কি ধ্বনি॥
বলিছে গম্ভীব স্ববে, "বে নবযুগল।
দেবেব নিকুঞ্জে এসে পাও কর্ম্মফল।"
ফিবেবার ঘব ঘব, গবজিল জলধব,
মাতিল মরুৎ ফিবেবার।
চেচায় অশনি ঘন, ভীমবলে তরুগণ,
মত্তশিব নাড়িছে আবাব॥

১২

থামিল ঝটিকাবণ, হলো নিশাশেষ।
শ্বেতমেঘময়াকাশে, উদিল দিনেশ॥

জলে করে জলময়, কানন নিকুঞ্জ।
তরুলতা তৃণ ভূম, পুষ্পলতা পুঞ্জ॥
কুলময় ছোট খাল বিমল চঞ্চল।
ছায়াকারী শাখা হতে ঝরে বিন্দুজল॥
উজ্জ্বল পুলিনতলে ম্লানতারা মত।
মরিয়ে রয়েছে ঝড়ে ললিতা মন্মথ॥
মানবের কি কপাল। সংসার কি ছার।
বহিতে জীবন ভার কে চাহিবে আর?
নাথ ভূজে মাথা দিয়ে পড়েছে মোহিনী।
মুখে মুখে কাঁদে যেন দুটি সরোজিনী॥
ললিতার মুখ শশী ভিজে বরিষায়।
সরোজ শিশির মাখা মাটিতে লোটায়॥
শীতল ললাটে জলে জলে শশধর।
জলে ভিজে পড়ে আছে অলকানিকর॥
লুটায় কবরী চারু, দীর্ঘ তৃণোপরে।
মন্মথ রয়েছে তবু নাহি তুলে ধরে॥
এখনো সুস্থির মুখ রূপের ছায়ায়।
প্রাণ গেল তবু রূপ নাহি ছাড়ে তায়॥
সেরূপ ঘুমায় যেন, সন্ধ্যা ধরাপরে,
ভয়ে প্রকৃতির যেন নিশ্বাস না সরে॥
স্থির শ্বেত ভাল সেই, নহে নিরমল।
দেখিলে শিহরি হয় শরীর বিকল॥
পড়ি তায় মরণের, ভয়ঙ্কর ছায়া।
চন্দ্রিকায় যেন কালো, কাদম্বিনী কায়া॥

যেন চন্দ্রকরে স্থির বারিধি বিস্তার।
পড়ে তার শিখরীর ছায়া অন্ধকার॥
কোমলপল্লব নীল মুদেছে নয়ন।
এরি কি কটাক্ষে ছিল সুখের স্বপন ?
এখনি বেঁধেছে কত কাঁদিবে না আর।
সফরী সমান নাহি নাচিবে আবার॥
বুঝি তার প্রিয় তারা মন্মথ বদনে।
চাহিতে চাহিতে বুঝি মুদেছে মরণে॥
মানবের কি কপাল। এই সে হৃদয়।
কোথা তার প্রেম মোহ কোথা আশা ভয়।
বিবাস বিমল পড়ি শশীর কিরণে।
ভিতরে নিস্পন্দ যেন জগৎ এক্ষণে॥
এক বৃন্তে দুটী ফুল মুখে মুখ দিয়ে।
সে হৃদি কুসুমাসনে পড়েছে ছিঁড়িয়ে।
তেমনি একাঙ্গে এরা থেকে চিরকাল।
মরিল অধরাধরে কি সুখ কপাল॥
যার লাগি ছিল বেচে পারিত বাচিতে।
তারি সনে মরে গেল তাহারি হৃদিতে।
সুখের কপাল। কত সংসার যাতনা।
বিকার বিয়োগ শোক সহিতে হলো না।
ছিঁড়িয়াছে ভীম ঝড়ে একই প্রহারে।
কাটেনি ক্রমশঃ কীট, প্রাণের সুসারে।
গভীর গোপনগামী দুখ স্রোতোপরে।
পড়ে নাই ভেসে ভেসে ডুবিতে সাগরে॥

যা হবার হইযাছে এই মাত্র স্থির।
এই আছে অবশেষ, সে প্রেমশরীর ॥
ওইখানে দেহাম্বুজ মাটি হযে যাবে।
জানিবে কে? দেখিবে কে? কেঁদে কে ভিজাবে?

চন্দ্রিকার নীলাকাশ গায়, দুটি দেবদারু দেখা যায়।
তীমবনে তলে তার, অতি স্তব্ধ অনিবার,
কাল যেন প্রহরী তাহায় ॥
সেই নদী সেই তরুবরে দুখময় তব তব স্বরে,
বারেক না শ্রান্ত আছে, নক্ষত্রমণ্ডলী কাছে,
অদ্যাপি বিলাপ কেন করে ॥
গম্ভীর সে ধ্বনি নিরবধি, যেন বা সন্ধ্যায় শরন্নদী।
শুনিলে শিহরি স্মরি, মেধার মারুতোপরি,
জানিনে যেতেছি কি জলধি ॥
শ্যামলা গুম্মিনী চির নব, ব্যাপিয়াছে সেই স্থান সব।
তারাফুল তারা ধরে, অনন্ত আমোদ করে,
সুধাপানে শিহরিছে নভ ॥
এ কাননে গভীর এমন, কে করে রে বাশরী বাদন।
অনিবার নিশাভাগে, যেন কার অনুরাগে,
গায় সাধে মনের যাতন ॥
মোহমন্ত্রে তায় স্থির বন, শোনে ধ্বনি বিহীন স্পন্দন।
পত্রটি নাহিক সরে, যেতে যেতে শুনে স্বরে,
নাহি সরে নীরধরগণ ॥

চন্দ্রিকাব শূন্য কুঞ্জোপব, মোহন স্বপ্নজ শোভাধব।
কাবা যেন শুনে তাষ, উড়ে নীল নভ গায়,
মর্ম্মবিত প্রচুব অম্বর ॥
তাহে কত সুধাবাস ঝবে, কুসুম ববিষে কুঞ্জোপবে।
ভাঙ্গে স্বপ্ন উষা আসি, অমনি নীবব বাঁশী,
গল্যে যায় সেৰূপ নিকবে ॥
ধূলি হযে এই কুঞ্জবনে মন্মথ মোহিনী নাথ সনে।
প্রতি নিশী এই মত, হয় যথা নিদ্রাগত
ললিতা মন্মথ দুইজনে ॥

মানস।

फलानि मूलानि च भक्षयन् वने ।
गिरींश्च पश्यन् सरितः सरांसि च ॥
वनं प्रविश्यैव विचित्र पादपं ।
सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः ॥

বাল্মীকি।

There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore

Childe Harold

হা ধরণি ধর ফিরে হৃদয়মণ্ডলে,
ধর কি কোথাও মম, মনোমত স্থলে?
কি আছে সংসারে আর বাঁধিবারে মোরে।
যে কালে কেটেছে কাল ভবসার ডোরে॥

মনে কভি কাঁদিবনা বব অহঙ্কাবে।
আপনি নয়ন তবু ঝবে ধাবে ধাবে॥
গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধাব।
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমাব।
আঁধাব নিকুঞ্জে যেন নীববেতে নদী।
একাকী কুসুম তায় চলে নিববধি॥
কাবে নাহি বাসি ভাল, কেহ নাহি বাসে।
হৃদে চাপা প্রেমাগুন, হৃদয বিনাশে॥
সংসাব বিজন বন, অন্তবে আঁধাব।
দেখিতে অপ্রেমী মুখ, না পাবি বে আব॥
বিজন বিপিনময দ্বীপে একা থাকি।
ভাবিযা মনেব দুঃখ ভ্রমিব একাকী॥
দেখিব দ্বীপেব শোভা মোহিত নযনে।
বিপিন বাবিধি নীল বিশাল গগনে॥
চাবি পাশে গবজিবে ভীষণ তবঙ্গে।
শ্বেত ফেণা শিবোমালা নাচাইব বঙ্গে॥
শিবে মত্ত সমীবণ, শব্দে মিশে তাব।
থেকে থেকে বেগে বেগে ছাডিব হুঙ্কাব॥
নিবখিব নীবধাবে, ভীষণ ভূধব।
দুলায়ে বিশাল বক্ষ জলধি উপব॥
তুলিযা ললাট ভীম প্রবেশে গগনে॥
গবজে গভীব স্ববে নব মেঘগণে॥
পদে তাব আছাডিবে প্রমত্ত তবঙ্গ,
বুকে তাব প্রহবিবে পাগল পবন।

মহীধর মানিবেনা অধমের বঙ্গ,
ললাটের বাগে কবি ভয় প্রদর্শন ॥
কর্কশ সানুতে তার বিহরি বিজনে।
আমরি এসব কবে হেরিব নয়নে ॥
মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহিনী।
জীবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী।
আলো মাখা কালো বাস উষা পরে যবে।
শুনিব সে তরতর জলনিধি রবে ॥
দেখিব বিশাল বক্ষ মিলিছে আকাশে।
শ্বেত শশিছায়া নীলে ধীরে ধীরে ভাসে ॥
শিহরিবে হৃদি মোর, সে স্নিগ্ধ সমীরে।
পাশে কুঞ্জ লতা ফুল নাচাবে সুধীরে ॥
নিরখিব শশী শ্বেত গগনমণ্ডলে।
কত মেঘ বায়ু ভরে শ্বেতাকাশে চলে ॥
গিরিপরে সুখ তারা নেচে নিরে যায়।
যেন শেষ মন আশা নিরাশা নিবায় ॥
নাচাইবে কর তার জলের ভিতর।
তাহারি পানেতে চেয়ে রব নিরন্তর ॥
শুনিব সুরব মৃদু সমীরণ করে।
সুধার শিশির মাখা নিকুঞ্জ নিকরে ॥
পুলকে দেখিব আমি লোহিত আকাশে।
পয়োধির পাশ থেকে তপন প্রকাশে ॥
তরল তরঙ্গ মেঘ অনল সাগরে।
রবি নিজে নভ রাজ দেখাইবে করে ॥

চঞ্চল সুনীল জলে তরুণ তপন,
চিকিমিকি চিকিমিক নাচাইবে কব।
তরুলতা তৃণ মাঝে করিবে তখন,
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি নীহার নিকর॥
দ্বিপ্রহরে ঘননীল বিমল অম্বরে,
রাগিয়া রহিলে রবি অনল সাগরে,
শ্বেত মেঘ অগ্নি মেখে ফিরিয়া বেড়ায়,
রব তবে অন্ধকার নিকুঞ্জ মাঝায়॥
দীর্ঘ ভীম তরুগণ আচ্ছাদে আধার,
করিবেক চারুলতা স্নিগ্ধ চারিধার॥
নীরব নিশ্চল দ্বীপে রহিবে সকল।
স্পন্দহীন পত্র আর কুসুমের দল॥
শুনিব গরজে ঘোর তরঙ্গ নিকরে।
অথবা বিদরে বন এক পিক স্বরে॥
তরুলতা মাঝে দিয়া বিমল গগন।
বিম্বা জলে রবিকর হবে দরশন॥
কালোজলে ঢাকাদিলে প্রদোষ আঁধার
অনিবার তরতর বিশাল বিস্তার—
সেই ভুঃখস্বরে হৃদি, শিহরি চঞ্চল,
কাঁদিবে, না জানি কেন আঁখিময় জল।
মনে হয় যেন কোন সুখের সঙ্গীত।
নাচাইয়ে হৃদি ডোবে জাগে আচম্বিত॥
আপনি ভাসিবে আঁখি দর দর ধারে।
অনন্ত-স্মরিব চেয়ে পয়োধির পারে।

নবীনা রূপসী একা কাঁপে এক তারা,
যেন নব প্রণয়িনী প্রণয় সাগরে।
ছেড়ে গেছে কর্ণধার একা পথ হারা,
কত আশা কত ভয়ে কাঁপিছে অন্তরে।
যখন সন্ধ্যায় শ্বেত অর্দ্ধ শশধরে
ধীরে ধীরে ভেসে যাবে নীলের সাগরে
আকাশ বারিধি সনে করি পরশন
চারিপাশে ধরিবেক বিঘোর বসন
বারেক ভাবিব সেই রমণী রতন
রেখেছিল বেঁধে যার প্রেমমোহে মন॥
যবে ভাসি অর্দ্ধ শশী তারাময়াকাশে
স্বপ্ন ভূমি সম ধরা অস্পষ্ট প্রকাশে
ঝর্ঝর বাতাস বয় ক্ষীণালোকে যবে
ধাইবে সমুদ্র স্থির অনিবার রবে
অনিবার সর সর ঊর্দ্ধে তরুগণ
দেখিব মিশিবে শূন্যে রমণী রতন॥
আঁখি আর নীলাকাশ মাঝে তার ছায়া।
আলোময় বেশে সেই ফুলময় কায়া॥
নিবিড় কুন্তল দাম খেলিছে পবনে।
মৃদু স্থির মোহময় প্রণয় বদনে॥
দেখিতে দেখিতে মোহে হারাব চেতন।
চেয়ে রব, জানিব না মিলাল কখন॥
পূর্ণ শশী মোহমন্ত্রে চন্দ্রিকায় যবে
গিরি বারি বনাকাশ নিদ্রিত নীরবে

মন-সুখে মনোদুখে মোহিত হৃদযে।
তাব মাঝে বেড়াইব চারু তবি লযে ॥
ভাসিবে নিবিড় নীলে একা শশধব।
দেখিব জ্বলিছে স্থিব নক্ষত্রনিকব ॥
পাশে নীল জল স্থিব বব অনিবাব।
যেমন স্বপনে কথা যৌবনে আশাব ॥
একবাব পর্বাশিবে মলযসমীবে।
যেমন সে পর্বশিত ভাগীবথীতীবে ॥
ধূমেতে আকাশে মিশে তরুদলতীবে।
পবস্পব গায পড়ে ঢলে ধীবে ধীবে ॥
প্রেমমোহ ভবে যেন আবেশেব বঙ্গে।
প্রণযী ঢুলিযা পড়ে প্রণযীব অঙ্গে ॥
ভীম স্থিব মাঝে কোন বব শুনিব না।
তবে যদি নিকপমা স্বর্গীয ললনা
শূন্যভবে শশিকবে স্বপ্নসম মিশে,
বাজায মুবলী মৃদু মনোমোহ ভবে,
প্রকাশিযে যত জ্বালা প্রণযেব বিষে,
গভীব কোমল ধীব যাতনাব স্ববে ॥
মনসাধে মজে তায ভাবিবেক মন,
স্বপনে নিবাশা সঙ্গে আশাব মিলন ॥
মবিবে মোহিত মনে শুনিব সে স্ববে,
মোহভবে মুখ পানে চেযে বব তাব।
হা বিধাতঃ বল বল বাবেক বল বে,
হবে কি এমন দিন কপালে আমাব ॥

অথবা দেখিব স্তব্ধ লতিকার কুঞ্জে।
জলে যথা শশিকর স্থির পাতাপুঞ্জে ॥
নবীন কুসুম হাসি ছাড়িছে সুবাস।
যেন তৃণ লতা মাঝে নক্ষত্র প্রকাশ ॥
দেবের ললনা দলে নাচে মাঝে তার।
চন্দ্রের কিরণে যেন চম্পকের হার ॥
শত বীণা স্বর্গস্বরে অপ্সরে বাজায়।
শত গান এক স্বরে শূন্যেতে মিশায়।
ঝরে ফুল জলে মণি দেহের বর্তনে।
কতই তরঙ্গ রঙ্গ আলোক বসনে ॥
তারা গেলে হবে রঙ্গ বিজন আবার।
একাকী কাঁদিব দেখে ঝরা ফুলহার ॥
নিমিষে ঘুচিবে স্বপ্ন বিজনমণ্ডলে।
সেই ফুল সেই লতা ধীরে ধীরে দোলে ॥
কাননে সাগরে যবে অমাবস্যা বসি —
কালো মেঘে ঢাকা শির ভীষণ রাক্ষসী
গিরিগুহা মাঝে গর্জে ক্রোধ ঝটিকার।
শুনে তাহে মিশাইব, আপন স্বর তার ॥
ভীমরবে প্রাণপণে পাগল পবন।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন।
গরজিবে বেগে বেগে অসংখ্য তরঙ্গ।
তমোমাঝে শ্বেত ফেণা আছাড়িবে অঙ্গ।
শুনিব গভীর ধীর জলধরধ্বনি।
ফাটাবে গগন হৃদি চেঁচাবে অশনি ॥

উপাবি উপবি বেগে ছিঁড়িবে শিখব।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে যেন হ'তেছে সমব॥
ভয়ঙ্কব দূতগণ, নেচে নেচে ঝড়ে,
উচ্চৈস্ববে কাঁদিবেক ঝড়নাদ সঙ্গে।
বিকট বদন ভঙ্গী গিবি পবি চড়ো,
ভীম শ্বেত দন্তাবলী দেখাইবে বঙ্গে॥
পবেতে গভীব স্থিব জগৎসংসাব।
কাঁদিয়া ঘুমালো যেন নবীন কুমাব॥
যেন তাঁব করুণাব প্রতিমা প্রকাশ।
পূজিব গভীব মোহে, বিগত বিলাস॥
সঁপিয়া জীবন মন, যৌবন বতন।
এমন সুধীব মনে হইবে পতন॥
ভাবিয়া ঝটিকা মত ছিল মম মন।
এ গভীব স্থিব মত হযেছে এখন।
কাবো অনুবাগী নই বিনা সনাতন।
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন॥
অনন্ত মহিমা স্মবি ছাড়িব এ দেহ।
জানিবে না শুনিবে না কাঁদিবে না কেহ
অনিবাব জলবব কাঁদিবে কেবল।
আছে কি পৃথিবি হেন বিমোহন স্থল।